ওয়াশপ্লাস
অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলপত্র

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

washplus

WaterAid

ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলপত্র

এই কৌশলপত্রটি AID-OAA-A-10-00040 **চুক্তির অধীনে** United States Agency of International Development (USAID) **-এর জন্য প্রণীত**

প্রণীত: ডিসেম্বর, ২০১৩

বঙ্গানুবাদ: এপ্রিল, ২০১৪

অনুবাদ
আলাউদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ক্লেমেন্ট সেরাও

বর্ণ বিন্যাস
ক্লেমেন্ট সেরাও

প্রকাশক
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

মুদ্রণ
পিপল্‌স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

ওয়াশপ্লাস প্রজেক্ট
ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বাড়ি ৯৭/বি, রাস্তা ২৫, ব্লক এ
বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ভূমিকা ১
ওয়াশ অভ্যাসসমূহে প্রভাববিস্তারী উপাদানসমূহ কী কী? ১
ওয়াশপ্লাসের অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক কাঠামো ১
পরিবর্তনের অনুকল্প নির্মাণ ৩
ওয়াশ অভ্যাসের উন্নয়ন একেক বারে একটি সহজসাধ্য পদক্ষেপ ৪
মুখ্য অভ্যাসসমূহ ৫
ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের উপাদানমূহ ৭
ওয়াশ-অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য একটি বহুস্তরীয় পদ্ধতি ৭
কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ ৮
অডিয়েন্সের বিভাজন ৮
কৌশলগত উপাদান ১: বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ৮
কৌশলগত উপাদান ২: পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক পদক্ষেপ চালু করা ৯
কৌশলগত উপাদান ৩: খানা পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিধি বাড়ানো এবং উৎসাহদান ১১
কৌশলগত উপাদান ৪: লোকজ এবং প্রথাগত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে বার্তাসমূহকে বহুগুণে বিবর্ধিত করণ ১৪
কৌশলগত উপাদান ৫: ব্যক্তি-খাত, বাণিজ্যিক এবং এনজিওসমূহের উদ্যোগে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও স্যানিটেশন সামগ্রীর প্রাপ্তি ও ক্রয়সামর্থ্য বৃদ্ধি করণ ১৪
কৌশলগত উপাদান ৬: বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ১৫
কৌশলগত উপাদান ৭: ল্যাট্রিন এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থার ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন ১৬
ওয়াশ চর্চার পরিবর্তনে বিভিন্ন অ্যাক্টরের ভূমিকা ১৭
ওয়াটার এইড বাংলাদেশ ১৭
পিএনজিও-সমূহ ১৭
ইউনিয়ন পরিষদ ১৮
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৮
বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৮
কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম ১৮
ক্যাটাগরি অনুসারে ওয়াশ কার্যক্রমের সাধারণ পর্যালোচনা ১৯
কার্যক্রম অনুসারে বার্তাসমূহের ম্যাট্রিক্স ২১
পরিশিষ্ট-১: বিহেভ কাঠামো ২৪
পরিশিষ্ট-২: বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিস্তৃত অধিবেশন নির্দেশনা ২৭
খানা পরিদর্শন অধিবেশন নির্দেশনা ২৭
পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের দলীয় অধিবেশন ২৯
বিষয়: নিরাপদ স্যানিটেশন ২৯
বিষয়: উৎস থেকে ব্যবহার পর্যন্ত পানির নিরাপত্তা ৩০
বিষয়: হাত ধোয়া ৩২
বিষয়: ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম) ৩৩
চায়ের দোকানে অধিবেশন ৩৪
বিষয়: উন্নত ল্যাট্রিন ৩৪
বিষয়: হাত ধোয়া ৩৫
গণ প্রচারণা/ লোকজ প্রচার মাধ্যম ৩৬
ওয়াটসান কমিটির সভা ৩৭
পরিশিষ্ট-৩: উপকরণ বিতরণ ও (চিত্র ব্যবহার করে) মনিটরিং ছক ৩৯
প্রতিবেদনের ছক ৪০
পরিশিষ্ট-৪: দলীয় আলোচনার মনিটরিং টুল ৪২

সংক্ষেপন ও শীর্ষকশব্দ

BC	Behavior Change
CDF	Community Development Forum
CAP	Community Action Plan
CSA	Community Situation Analysis
CLTS	Community-Led Total Sanitation
DPHE	Department of Public Health Engineering
HH	Household
MHM	Menstrual Hygiene Management
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
PNGO	Partner Non-Governmental Organization
RCC	Reinforced Cement Concrete
SC	Strategic Component
TSSM	Total Sanitation/ Sanitation Marketing
U5	Under Five
UP	Union Parishad
USAID	United States Agency for International Development
USG	United States Government
WAB	WaterAid Bangladesh
WASH	Water, Sanitation, and Hygiene
WATSAN	Water and Sanitation

ভূমিকা

ওয়াশপ্লাস বাংলাদেশ তিন বছর মেয়াদি একটি সমন্বিত প্রকল্প যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দুর্গম (হার্ড-টু-রিচ) অঞ্চলসমূহে অপর্যাপ্ত পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস (ওয়াশ) পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে: ১) পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তির আওতা বৃদ্ধি করা এবং নিয়মিত ও যথাযথ ওয়াশ অভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা, ২) ওয়াশ সেবাসমূহে টেকসই সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকারিতাকে শক্তিশালী করা, ৩) সমন্বিত ওয়াশ ও পুষ্টি বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদাহরণ ভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দুটি জেলার অন্তর্গত চারটি উপজেলার ২২টি ইউনিয়নের তিন লক্ষ প্রান্তিক অধিবাসীর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস সেবা উন্নত করতে ওয়াশপ্লাস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যবৃদ্ধি এবং উন্নততর অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ডায়রিয়ার মারণঘাতি প্রভাব তখনই কমে আসবে যখন স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এর সঙ্গে যুক্ত কমিউনিটির পক্ষে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

ওয়াশপ্লাস শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিউনিটির কাঠামো ও অনুশীলনের সঙ্গে মানানসই সর্বোত্তম ও অভিনব প্রযুক্তি ব্যবহারের অতীত-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উচ্চভিলাষী লক্ষ্য অর্জনেও ওয়াশপ্লাস আত্মবিশ্বাসী। অংশগ্রহণমূলক শিখন, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা ও স্থানীয় নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা প্রভৃতির মাধ্যমে ওয়াশপ্লাস ঘরে ঘরে ও কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য অভ্যাসসমূহ গড়ে তুলতে এবং সেগুলোকে টেকসই রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

ওয়াশ আচরণের উপর প্রভাববিস্তারী উপাদানসমূহ কী কী?

ওয়াশপ্লাসের অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক কাঠামো

ওয়াশপ্লাস কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো সমন্বিত ওয়াশ অভ্যাসের নিয়মিত ও সঠিক অনুশীলন বৃদ্ধি করা, যাতে করে শিশুর বৃদ্ধি এবং পরিবারের সার্বিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যমানের তুলনামূলক উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়।

ওয়াশ অভ্যাসের অনুশীলন বৃদ্ধির কৌশল একইসঙ্গে তত্ত্বভিত্তিক এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল। কোনো একটি বিশেষ অভ্যাস পরিবর্তনের তত্ত্বকে গ্রহণ করার পরিবর্তে ওয়াশপ্লাস কৌশল গড়ে উঠেছে ইউএসএইড ওয়াশ উন্নয়ন কাঠামোকে ঘিরে, যার মূল বিবেচনা এই যে, টেকসই অভ্যাস পরিবর্তনকে অনুধাবন করতে হলে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে যুক্ত করতে হবে:

১. হার্ডওয়্যার ও বিভিন্ন সেবা যেমন, পানি সরবরাহ, সাবান, স্যানিটেশন উপকরণ এবং অর্থনৈতিক ‘উপকরণ’ তথা ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ
২. একটি ‘সক্রিয় পরিবেশ’ যার মধ্যে রয়েছে সহযোগিতামূলক নীতি, প্রয়োজনীয় সক্ষমতাযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সমন্বিত সরকারি ও বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা এবং
৩. স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ে প্রচার এবং চাহিদা সৃষ্টি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সামাজিক আন্দোলন, কমিউনিটির অংশগ্রহণ, সামাজিক বিপণন এবং অভ্যাস-পরিবর্তনমূলক যোগাযোগ।

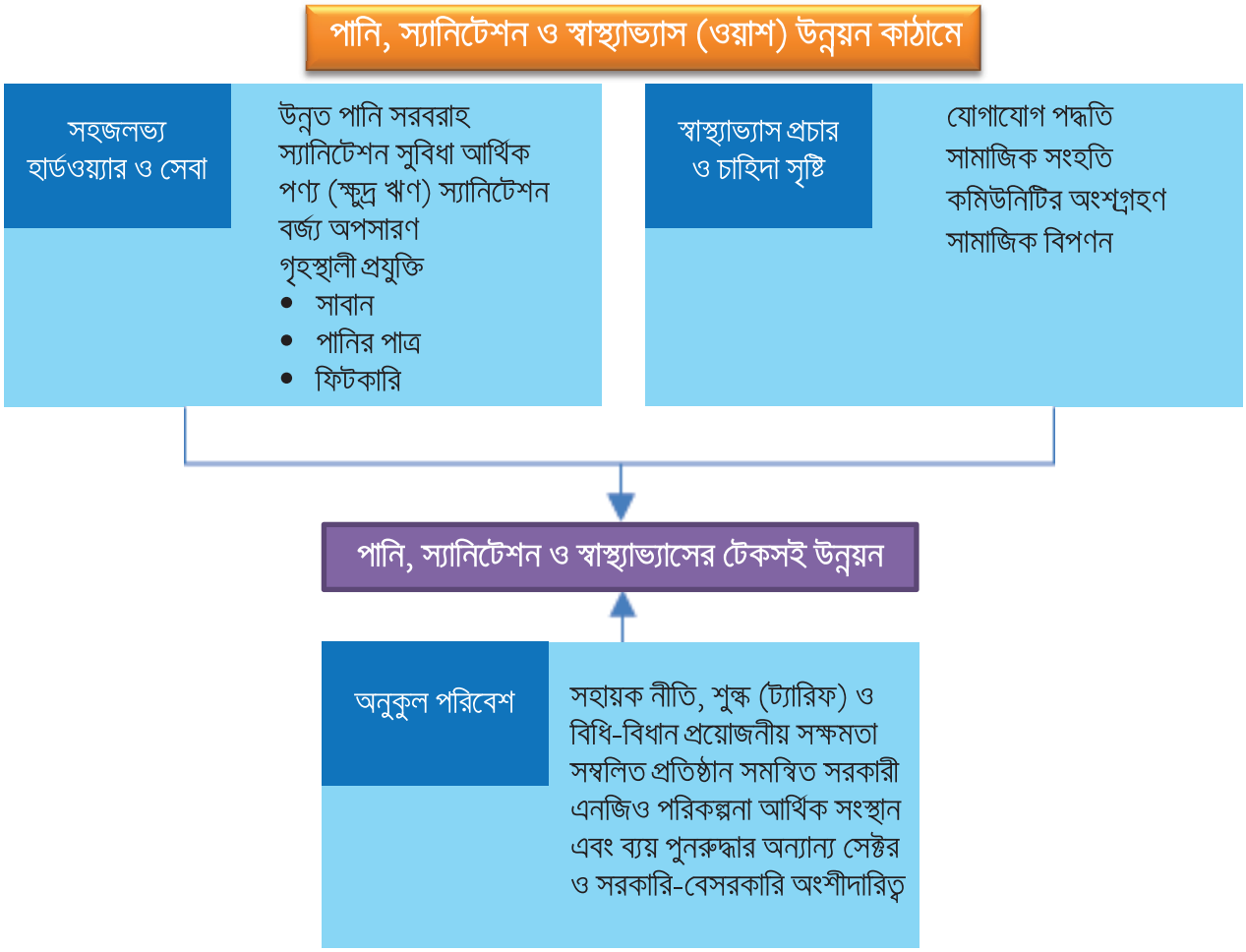

এ কারণে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা প্রাপ্তির বর্ধিত সুযোগ, একটি সহযোগিতামূলক ও মুখ্য নীতি সংবলিত 'সক্রিয় পরিবেশ', সরকার ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনায় দক্ষ সুশীল সমাজ, ওয়াশের ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা প্রদান, এবং সবশেষে প্রচার এবং সামাজিক গতিশীলতা, স্যানিটেশন বিপণন ও প্রচারণার মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টিকে ওয়াশপ্লাস কৌশল বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। এটি সরাসরি আমাদের প্রকল্প-লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অভিন্ন কাঠামো[১]কে ব্যবহার করেই 'জাতীয় হাইজিন প্রমোশন কৌশল' তৈরি করা হয়েছে যা ওয়াশপ্লাসকে জাতীয় নির্দেশনার মূলনীতির সঙ্গে কোনো প্রকার পরস্পরবিরোধিতা ছাড়াই সুসমন্বিত করে তুলতে সক্ষম।

এই কৌশল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো এর সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিকে দিকনির্দেশনা প্রদান, ওয়াশ অভ্যাস পরিবর্তন কৌশল কোন কোন মূল তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়। তবে আমরা আমাদের পরিবর্তন মডেলের পথনির্দেশনার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোর বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরব। ওয়াশপ্লাস প্রস্তাবটি বিভিন্ন পর্যায় বিশিষ্ট এবং বিবিধ কারণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: এতে ব্যক্তি-পর্যায়, পরিবার-পর্যায়, কমিউনিটি-পর্যায় এবং নীতিগত/পরিবেশগত পর্যায় প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করে, একইসঙ্গে অভ্যাসের ওপর প্রভাব-বিস্তারী একগুচ্ছ নিয়ামকও এতে রয়েছে। এগুলো হলো: মনো-সামাজিক, কাঠামোভিত্তিক, ভৌত এবং সমাজ-সংশ্লিষ্ট নিয়ামক।

[১] National Hygiene Promotion Strategy for Water Supply and Sanitation Sector in Bangladesh, 2012. http://www.psu-wss.org/assets/book/nhps.pdf

পরিবর্তনের অনুকল্প নির্মাণ

এই কৌশল একটি ব্যবহারিক কাঠামো প্রয়োগ করে, যা বিহেভ কাঠামো নামে পরিচিত। কর্মসূচি পরিকল্পনার জন্য নির্মিত এই কাঠামো চারটি সিদ্ধান্তকে পথনির্দেশনা প্রদান করে, যে সিদ্ধান্তগুলো একইসঙ্গে পরিবর্তনের অনুকল্প কর্মসূচিরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এদের মধ্যে রয়েছে: অভীষ্ট-অডিয়েন্স বা তাদের অংশবিশেষ, অগ্রাধিকার ভিত্তিক অভ্যাস, মুখ্য নিয়ামক (তথা অভ্যাস নির্ধারকসমূহ) এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট গুরুত্বের ভিত্তিতে মূল অভ্যাসগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলা, এরপর প্রতিটি ওয়াশ অনুশীলনকে বিশ্লেষণ করে দেখা, এবং বিভিন্ন বিবরণ ও অনুশীলনের আলোকে অডিয়েন্সের এক একটি সুনির্দিষ্ট অংশের কাছে প্রতিটি অনুশীলনকে টেকসই করে তুলতে মনো-সামাজিক, কাঠামোভিত্তিক, শারীরিক এবং সমাজ-সংশ্লিষ্ট নিয়ামকসমূহের সেটের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম তা শনাক্ত করা।

fhi360 বিহেভ কাঠামো

অগ্রগন্য অডিয়েন্স	অভ্যাস	মূল বিষয়গুলো	র্কাযক্রম
যাদের সহায়তা প্রয়োজন	যা পালন করা প্রয়োজন	যার ওপর আমরা মনোনিবেশ করবো	যার মাধ্যমে করা হবে
অডিয়েন্সের কিছু নির্দিষ্ট অংশ...	...একটি বিশেষ সম্ভবপর (সেই সাথে কার্যকর) অভ্যাস	কয়েকটি নির্ধারণকারী অভ্যাস বিষয়ক মূল উপাদানের ওপর যা পরিবর্তনে সবচেয়ে প্রভাবশালী... কোন বিশেষ অভ্যাসের ক্ষেত্রে... ...সেই অডিয়েন্সের জন্য	নির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিবেচনা করে

ওয়াশ অভ্যাসের বিবেচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মলত্যাগ,
- সকল অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে নিয়মিত ও সঠিকভাবে হাত ধোয়া,
- গৃহস্থলীর পানির নিরাপদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার,
- খাবার বিষয়ক স্বাস্থ্যাভ্যাস[২] এবং
- ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

[২] কেবল ওয়াশ এর আওতায় এবং পুষ্টি বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন এমন জেলাসমূহে এর উপযোগিতা বিদ্যমান।

এগুলোকে ওয়াশ অনুশীলনের 'স্যুট' বলে বিবেচনা করা হয়। ওয়াশপ্লাস প্রকল্পে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় এমন অগ্রাধিকারমূলক ওয়াশ অভ্যাসের একটি বিস্তারিত তালিকা রয়েছে ৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। 'পরিবর্তনের অনুকল্প' প্রণয়নের পরবর্তী ধাপে রয়েছে কোন নিয়ামকগুলো আমাদের অডিয়েন্সের মূল অভ্যাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তা শনাক্ত করা। ওয়াশ অনুশীলনের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য জ্ঞান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, তবে এগুলোই যথেষ্ট নয়। ওয়াশ অনুশীলনগুলো কার্যকর হচ্ছে কি হচ্ছে না তা পরখ করে দেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য নিয়ামকও গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশপ্লাস মূলত আমাদের মুখ্য অভ্যাসগুলোর সরল ও মাঠপর্যায় ভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্পাদনের একটি প্রক্রিয়া। তবে, সাধারণভাবে পরস্পরসম্পর্কিত নিয়ামকগুলো ওয়াশ অভ্যাসের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে, যার মধ্যে রয়েছে: ঝুঁকির ধারণা, দক্ষতা, নিজস্ব-সক্ষমতা (অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি এবং/অথবা কমিউনিটির কোনো কিছুকে আরও ভাল করতে সক্ষম হওয়া), মুখ্য জ্ঞান এবং সামাজিক রীতি।

একবার এই অভ্যাসের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হলে, এদের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, আমরা 'কাজের সঠিক উপায়' নির্বাচন করি। বিহেভ বিশ্লেষণের একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হয়েছে, এর সম্পর্কিত অন্যান্যগুলো পাওয়া যাবে পরিশিষ্ট অংশে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে ওয়াশপ্লাসের সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার পরিধি বিস্তার করা, স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধি, ওয়াশ হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা বাস্তবয়ন ও মূল্যায়ন, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান যেমন: মসজিদ ও সুশীল সমাজকে ওয়াশ সহায়ক সামাজিক রীতি বিষয়ে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। এই সামাজিক রীতিগুলো এক প্রকার অলিখিত নিয়ম যা সাধারণ মানুষকে কোন অভ্যাস করা যাবে আর কোনটি করা যাবে না সেই বিষয়ে পথনির্দেশ প্রদান করে, একইসঙ্গে এসব রীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কোনটি 'কাম্য' এবং সাধারণ মানুষ কোনটিকে আমাদের পক্ষ থেকে করা উচিত বলে বিবেচনা করে।

ওয়াশ অভ্যাসের উন্নয়ন... একেক বারে একটি সহজসাধ্য পদক্ষেপ

ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলপত্রও এই প্রামাণ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মানুষ খুব কমই তার দৈনন্দিন আচার ত্যাগ করে কোনো আদর্শ অভ্যাস আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়, শুয়ে-বসে কাটানো জীবনকে হঠাৎ করে পাল্টে ফেলে সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যায়ামের অভ্যাস করার মতো কঠিন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ কথা যেমন প্রযোজ্য তেমনি খোলা স্থানে মল ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন করে নিয়মিত ভিআইপি ল্যাট্রিন ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়। এই উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করেই ওয়াশপ্লাস, ওয়াশ সম্বন্ধীয় অভ্যাসের পরিবর্তনের জন্য 'স্মল ডুয়েবল অ্যাকশন' তথা 'সহজসাধ্য পদক্ষেপ'-এর ধারণাকে গ্রহণ করেছে। আদর্শ ওয়াশ সম্বন্ধীয় অভ্যাস বিবেচনার ক্ষেত্রে ওয়াশপ্লাসের লক্ষ্য নির্ধারণের পরিবর্তে আমরা এমন এক ধারাবাহিক অভ্যাস-কাঠামো তৈরি করেছি যা অগ্রহণীয় অবস্থা থেকে একটি আদর্শ অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। খানাসদস্যদের মতানুযায়ী এই সহজসাধ্য পদক্ষেপ হলো এক প্রকার অভ্যাসসমষ্টি যা সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও 'বাস্তবায়নযোগ্য' এবং ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যকর। 'বাস্তবায়নযোগ্য' এবং 'কার্যকর'- এই দুই বৈশিষ্ট্য সংবলিত অভ্যাসগুলোকেই সহজসাধ্য পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ক্রমশই এগুলো ওয়াশের অভ্যাসগত উন্নয়নের 'নির্বাচন-তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

এই পর্যায়ে খানাসমূহে আদর্শ অভ্যাসচর্চা বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রতি জোর দেওয়ার পরিবর্তে এই সহজসাধ্য পদক্ষেপগুলো নিয়ে খানা-প্রধানদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা'র ব্যবস্থা করা হয়। এই 'আলাপ-আলোচনা'র মধ্যে রয়েছে বর্তমানের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলোকে মূল্যায়ন করা এবং সমাধানের উপায় হিসেবে উন্নততর ওয়াশ অভ্যাসের চর্চায় খানা-প্রধানদের অঙ্গীকার আদায় করা। এটি বর্তমানে প্রচলিত মুখ্য পরিচ্ছন্নতা প্রচার (হাইজিন প্রমোশন)-এর সঙ্গে বৈপরীত্যসূচক- যেখানে ধরে নেওয়া হয় যে খানাসমূহে আদর্শ অভ্যাসের প্রচলন নেই কেননা তারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ, আর তাই শিক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের মধ্যে আদর্শ অভ্যাসচর্চার প্রচলনকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

নিচে নিরাপদ পানির ব্যবহার সংক্রান্ত একটি সহজসাধ্য পদক্ষেপকে ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম ছবিতে একটি 'অগ্রহণযোগ্য' প্রচলিত অভ্যাস দেখানো হয়েছে, যেখানে ঢাকনাবিহীন অবস্থায় থাকা পানি বিভিন্ন প্রাণী ও মাছির সংস্পর্শে আসছে এবং পর্যায়ক্রমে এরপরের ছবিগুলোতে দেখানো হয়েছে 'নির্বাচন-তালিকা' অনুসারে তা কীভাবে মুখবন্ধ জেরিক্যান এবং দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা কাপের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আদর্শ অভ্যাসে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব।

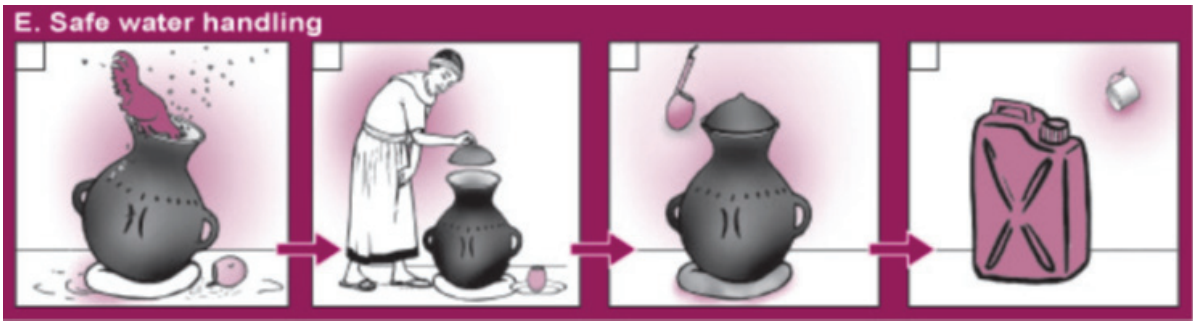

ওয়াশপ্লাস যখন স্থানীয় সরকার এবং কমিউনিটির সঙ্গে একযোগে পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো পুনর্বাসন এবং স্থাপনের জন্য কাজ করবে তখন খানা, কমিউনিটি বা বিদ্যালয় পর্যায়ে দৃশ্যমান উন্নয়ন বিশেষ করে ঝুলন্ত দরজা, উঁচু ও স্থায়ী ভিতের ওপর স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, ঝুলন্ত টিপকলসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতির বাস্তবায়ন লক্ষ করা যেতে পারে। এইসব ছোট আকারের উন্নয়নও সহজসাধ্য পদক্ষেপের আওতাভুক্ত যা ওয়াশকে উন্নত করতে সক্ষম এবং একইসঙ্গে এগুলো ওয়াশকে উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন পরিবেশগত বা 'সরবরাহ' নিয়ামকগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। এ কারণে, ওয়াশপ্লাস যেমন স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির সঙ্গে মুখ্য পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো উন্নয়নে অংশ নেবে তেমনি অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহজসাধ্য পদক্ষেপকেও উৎসাহিত করবে, কেননা এরাও ওয়াশ বিষয়ক চর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

মুখ্য অভ্যাসসমূহ

ওয়াশপ্লাস এর লক্ষ্য যেহেতু ওয়াশ অভ্যাসের পুরো 'স্যুট'কে উন্নততর করে তোলা সেহেতু প্রচলিত অভ্যাসের চর্চা, পরিবেশগত ও সামাজিক নিয়ামকসমূহের দ্রুত মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিচের অভ্যাসগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অভ্যাসগুলো 'ধাপে ধাপে' বিবেচনা করা হয়, একসঙ্গে সবগুলোকে মুখ্য বলে গ্রহণ করা হয় না। পরিবার ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে যতখানি সম্ভব এই মুখ্য অভ্যাসগুলোকে মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। লক্ষণীয় যে নিচের তালিকা অভ্যাসগুলোর মুখ্য

বিবেচ্য বিষয় বা ওয়াশপ্লাস অভ্যাসগুলোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, এগুলো কোনো প্রকার 'বার্তা' নয়:

১. নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মলত্যাগ

ক) নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ/ উক্ত স্থানে অবস্থিত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা (ল্যাট্রিন) ব্যবহার,

খ) পরিবেশে বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন বা উপচানো ঠেকাতে বিদ্যমান ল্যাট্রিনসমূহের স্বাস্থ্যসম্মত উন্নয়ন সাধন করা।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অনেক গ্রামেই ব্যাপক মাত্রায় ল্যাট্রিন সুবিধা ও ব্যবহার বিদ্যমান কিন্তু এই ল্যাট্রিনগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে, আবার কখনও অসাবধানতাবশত ফেটে বা ভেঙ্গে গিয়ে এর থেকে বর্জ্য আশেপাশের পুকুরে, খালে অথবা আশেপাশের পরিবেশের কোনো অংশে গিয়ে মেশে।

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সম্ভবপর উন্নয়নের একটি 'ক্যাটেলগ' প্রস্তুতির কাজ চলছে। এই ক্যাটেলগে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিনের নক্শা যা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-ভৌত বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধান করবে। এই নক্শার মধ্যে থাকবে উঁচু ভিত এবং চারিদিকে বালির আবরণে ঢাকা পিট যা মলকে পিটের মধ্যেই আবদ্ধ রেখে পরিবেশে জীবাণুর নিঃসরণ কমিয়ে দেবে। এই উন্নতকরণের মধ্য দিয়ে প্রচলিত এক পিট ও টুইন পিট অফসেট ল্যাট্রিনের নক্শায় পরিবর্তিত অংশ সংযোজিত হবে।

গ) নবজাতক ও শিশুদের মল ফেলার বিষয়টি নিরাপদ করা

নবজাতকের মল এবং তা মোছার উপকরণ বাড়ির ল্যাট্রিনেরই ফেলা হয়। ছোট বাচ্চাদের মল পটিতে রেখে পরে তা বাড়ির ল্যাট্রিনে ফেলা হয় এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ধুয়ে ফেলা হয় যাতে করে ময়লা পানি পরিবেশ দূষিত করতে না পারে।

কিশোর-কিশোরীরা নিয়মিতভাবে ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকে।

২. সকল অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে নিয়মিত ও সঠিকভাবে হাত ধোয়া,

ক) মলত্যাগের পর

খ) খাবার তৈরি করার আগে

গ) খাওয়ার আগে, শিশুকে বুকের দুধ দেওয়া এবং/অথবা খাওয়ানোর আগে

হাত ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং হাত ধোয়ার একটি সুনির্দিষ্ট উপায় যেমন ঝুলন্ত টিপ কলের[৩] ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাবান পানি অথবা বার সাবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা রয়েছে তা মূল্যায়ন করা হবে, যাতে করে বোঝা যায় যে, এর চর্চা যথাযথভাবে হচ্ছে।

৩. গৃহস্থলীর পানির নিরাপদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার,

ক) পানির পাত্রগুলো স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ধোয়া

বাইরের দিক এবং বিশেষ করে পাত্রের মুখ ও ঢাকনা পরিষ্কার করা

[৩] ঝুলন্ত টিপকল হাত মুক্ত রেখে হাত ধোয়ার এক প্রকার ব্যবস্থা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে প্রবাহমান (নলবাহিত) পানি নেই সেসব এলাকার জন্য এটি বিশেষ উপযোগী।

ভেতরের দিক সাবান অথবা বালি ব্যবহার করে পানি দিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করা (পাত্র পরিষ্কারে অপরিস্কার হাত কিংবা ন্যাকড়া কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না)

হাতের সংস্পর্শ এড়িয়ে পাত্রে পানি ভরা

পরিবহনের পূর্বে এবং পরিবহনের সময় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা

খ) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পানির সংরক্ষণ ও ব্যবহার

পানির পাত্র ছোট শিশু ও গৃহপালিত প্রাণীর নাগালের বাইরে উঁচুস্থানে রাখা
পাত্রের মুখ ঢেকে রাখা
পরিষ্কার কাপ বা মগে পানি ঢেলে ব্যবহার করা

গ) বৃষ্টির পানি আরও বেশি করে ও কার্যকর উপায়ে সংগ্রহ করা এবং নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা

(রান্না ও থালা-বাসন ধোয়ার জন্য প্রচলিত প্রায়শই-দূষিত পুকুরের পানি ব্যবহারের বিকল্প হিসেবে)

৪. ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
   ক) পরিষ্কার কাপড় বা স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা পরিবর্তন করে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস পালন।
   খ) ব্যবহারের পর প্যাড বা কাপড় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, না হলে মাটিতে পুঁতে ফেলা।
   গ) মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড় ঘন ঘন পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নেয়া।

ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের উপাদানসমূহ

ওয়াশ-অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য একটি বহুস্তরীয় পদ্ধতি

প্রামাণ্য তথ্য, অভ্যাসের বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে অনেকগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত কৌশলগত উপাদানের সমন্বয়ে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে:

১. বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান
২. পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক পদক্ষেপ চালু করা (দল/কমিউনিটিকে উৎসাহিত করা এবং প্রচার অভিজান চালানো)
৩. খানা পর্যায়কে শক্তিশালী করা
৪. লোকজ এবং প্রথাগত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে বার্তাসমূহকে বহুগুণে বিবর্ধিত করণ
৫. ব্যক্তি-খাত, বাণিজ্যিক এবং এনজিওসমূহের উদ্যোগে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও স্যানিটেশন সামগ্রীর প্রাপ্তি ও ক্রয়সামর্থ্য বৃদ্ধি করণ
৬. বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও স্যানিটেশন
৭. ল্যাট্রিন এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থার ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন

কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ

- ওয়াশ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ডিপিএইচই)-এর সামর্থ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটির ওয়াশ সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সিডিএফকে এবং স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলোকে (ওয়াটসান কমিটিসমূহকে) শক্তিশালী করা।
- ওয়াশ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে অতি দরিদ্র জনগণ যেন সরকারি কর্মসূচির আওতায় আসে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর তহবিলের সংস্থান করা এবং তা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষে পরামর্শ প্রদান।
- এলাকায় ওয়াশ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি (পাবলিক-প্রাইভেট) অংশীদারিত্ব সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটির মধ্যে সম্মিলিত ঐকমত্য গড়ে তোলা যাতে করে সকল বাধা অতিক্রম করা যায় এবং তাদেরকে অভিষ্ট অভ্যাসসমূহের প্রতি নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়।
- সহজসাধ্য উন্নয়নের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা করার লক্ষ্যে পরিবারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যা ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।
- শিশুদের পরিচর্চাকারী এবং পরিবার প্রধানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যাতে করে তারা কাম্য অভ্যাসসমূহের চর্চায় আরও বেশি করে সময় ও অর্থ প্রদানে আগ্রহী হয়।
- কমিউনিটির আরও বেশি সংখ্যক বিদ্যালয়ে সক্রিয় শিক্ষার্থী পরিষদ গড়ে তোলা যার ওয়াশ সেবা ও চর্চাকে উন্নত করায় সদা উদ্যোগী।
- নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগের পাশাপাশি কমিউনিটিসমূহ উন্নত ল্যাট্রিন তৈরিতে বিনিয়োগ করছে এবং তা ব্যবহার করছে।

অডিয়েন্সের বিভাজন

কর্মসূচির উদ্দেশ্য অনুসারে অভীষ্ট-অডিয়েন্সকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

- প্রথম পর্যায়ের অডিয়েন্স (যারা সরাসরি সম্পর্কিত): পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মা এবং পরিচর্চাকারী
- দ্বিতীয় পর্যায়ের অডিয়েন্স (যারা তাদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করে): স্বামী, শাশুড়ি, সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য
- তৃতীয় পর্যায়ের অডিয়েন্স (যারা তাদেরকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে): কমিউনিটির নেতৃবর্গ, স্বাস্থ্যকর্মী, ধর্মীয় নেতারা (ইমামগণ), বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমুখ।

কৌশলগত উপাদান ১: বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান

ওয়াশপ্লাস বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ধাপে বিভিন্ন মহলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর তথা ডিপিএইচই সরকারের মুখ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে[8] । শুরু থেকেই স্থানীয় কর্মকর্তাদের ওয়াশপ্লাস বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করানোর মধ্যে দিয়ে এই কাজে ডিপিএইচই-এর সম্পৃক্ততা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে, প্রযুক্তি নির্বাচন, পানির মান পরীক্ষা, দরপত্র আহ্বান, হার্ডওয়্যার স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় সাধন করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যও তাদের সঙ্গে নিয়মিত আদান-প্রদান করা হয়

[8] National Policy for Safe Water Supply & Sanitation 1998

(যেমন: নতুন স্থাপিত ও মেরামতকৃত ব্যবস্থাদির অবস্থা, টিউবওয়েলের বোর লগ উপাত্ত, পানির মান সম্পর্কিত উপাত্ত, স্যানিটেশনের আওতা সম্পর্কিত তথ্য প্রভৃতি)। এছাড়াও, স্থাপনকৃত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাগুলোর পানির গুনমান পরীক্ষার জন্য ডিপিএইচই-এর পানির মান পরীক্ষাগার ব্যবহার করা হবে, যাতে করে প্রাপ্ত ফলের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায় এবং কর্তৃপক্ষকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যায়।

ডিপিএইচই ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ওয়াশপ্লাস ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষ করে প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে বিদ্যমান যথাক্রমে ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটি এবং ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটির (পানি ও স্যানিটেশনের জন্য নির্ধারিত স্থানীয় সরকারের উইং) সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারে[৫]। ওয়াশপ্লাসের সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের একটি স্বীকৃত সমঝোতা স্মারক থাকবে যেখানে এই প্রকল্পে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী তা উল্লেখিত হবে। এই কমিটিগুলোর সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত হবেন। তাঁদেরকে ওয়াশপ্লাস সম্পর্কে এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমিকা সম্পন্ধে পরিচিত করে তোলা হবে। এর সঙ্গে, মালিকানা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন এড হক কমিটি (যেমন: দরপত্র সংশ্লিষ্ট কমিটি)-তে তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শুধু তাই নয়, কমিউনিটি অ্যাকশন প্লান তথা সিএপি প্রস্তুতিতে, হার্ডওয়্যার সহায়তার ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের জন্য এবং কোন কমিউনিট সম্পূর্ণভাবে খোলাস্থানে মলত্যাগ থেকে মুক্ত এই মর্মে ঘোষণা প্রদানের উপযুক্ত কি না তা মূল্যায়নের সময়েও তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

স্থানীয়ভাবে পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান/ উদ্বোধন কর্মশালা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায়ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ, সরকারি অধিদপ্তর এবং এনজিওদেরকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং একইসঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ন্যাশনাল ভেটিং গাইডলাইনের[৬] সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সমাধানের পদেক্ষেপ গৃহীত হয় যাতে করে দেশের সেক্টর সংশ্লিষ্ট কৌশলের সঙ্গে কোনো অসঙ্গতি না ঘটে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষা বিধি[৭] অনুসারে এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং এন্ড মিটিগেশন প্ল্যান তথা ইএমএমপি তৈরি করা হয়েছে যা এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে হার্ডওয়্যার স্থাপনাকে পথনির্দেশ প্রদান করবে।

কৌশলগত উপাদান ২: পরিবর্তনের জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক পদক্ষেপ চালু করা

স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা উন্নয়নে বিশেষকরে ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং হাত ধোয়ার চর্চা বাড়িয়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয় । এদের কয়েকটিতে প্রাধান্য পায় কমিউনিটি পর্যায় এবং বাকিগুলোতে মুখ্য বলে বিবেচিত হয় খানা পর্যায়। ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশল এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়াতেই কাম্য পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে।

সাধারণভাবে, কমিউনিটি সংশ্লিষ্ট অ্যাপ্রোচের সাহায্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেতৃবৃন্দসহ কমিউনিটির সদস্যদেরকে সম্মিলিতভাবে সমস্যা-শনাক্তকরণ, সমস্যার সমাধান এবং পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। কমিউনিটিকে কাজে লাগানোর প্রথম ধাপ হলো কমিউনিটির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তথা সিএসএ, যা ওয়াশপ্লাস বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত এনজিওসমূহ আয়োজন করে থাকে। প্রত্যেক কমিউনিটিকে একগুচ্ছ অনুশীলনকর্ম এবং স্ব-বিশ্লেষণের (self-analysis) মধ্য দিয়ে এগোতে হয় যার মধ্য দিয়ে কমিউনিটিকে সকল অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের চর্চা বন্ধ করা, খোলা স্থানে মলত্যাগ-মুক্ত অবস্থা সৃষ্টি এবং সকল

[৫] Pro Poor Strategy for Water and Sanitation Sector in Bangladesh 2005.
[৬] National Vetting Guidelines For Water Supply and Sanitation Sub-sector Bangladesh, 2009 http://www.psu-wss.org/assets/book/vettingguideline.pdf
[৭] Environment Conservation Rules, 1997 http://www.doe-bd.org/2nd_part/179-226.pdf

কমিউনিটি সদস্যের ওয়াশ চর্চাকে আরও উন্নতকরতে অঙ্গীকারবদ্ধ করে তোলে। প্রায়শই, কমিউনিটি অ্যাপ্রোচসমূহে 'প্রতিবেশীদের চাপ' এবং তীব্র আবেগী কৌশল যেমন লোকলজ্জার মতো বিষয় সক্রিয় থাকে যা আক্ষরকি অর্থেই কমিউনিটির সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে তারা কাম্য অভ্যাস আয়ত্ত করতে নিয়োজিত হয়। কিছু কমিউনিটি অ্যাপ্রোচে সদস্যদের কাম্য অভ্যাস পালন না করার জন্য জরিমানা করা হয় আবার কোনো কোনো কমিউনিটি লক্ষ্য পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ কিংবা উপকরণ সহায়তা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও করে থাকে।

একটি কমিউনিটি ভিত্তিক অ্যাপ্রোচ, যার বিশেষত্ব হলো ল্যাট্রিন তৈরির সংখ্যা ও এদের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি করা, কমিউনিটি-মুখী সর্বাত্মক স্যানিটেশন তথা সিএলটিএস হিসেবে পরিচিত এবং এটিও সিএসএ-এর অংশ বলে বিবেচিত হবে। এনজিও এবং কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরামের সদস্যগণের মাধ্যমে এই সিএলটিএস-প্লাস চালু করায় সহায়তা প্রদান করা হবে।

কমিউনিটি-মুখী সর্বাত্মক স্যানিটেশন প্লাস মূলত ব্যবহৃত হবে কমিউনিটিকে পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ করতে এবং তাদের স্যানিটেশন ও হাত ধোয়ার চর্চাকে উন্নত করার লক্ষ্যে।

কমিউনিটি-মুখী সর্বাত্মক স্যানিটেশন তথা সিএলটিএস-এ বিভিন্ন স্যানিটেশন উপকরণ যেমন, স্যানিটেশন প্ল্যাটফর্ম, ওপরের কাঠামো অথবা নল প্রভৃতি ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদানের পরিবর্তে গ্রামীণ কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের ক্ষমতায়ন ঘটানো যাতে করে তারা খোলা স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করে এবং ল্যাট্রিন তৈরি করে ও ব্যবহার করে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কমিউ-নিটির সদস্যগণ নিজেদের স্যানিটেশন প্রোফাইল, খোলা স্থানে মল ত্যাগের মাত্রা, বর্জ্য থেকে মুখে জীবাণু সংক্রমণ কতটা ছড়িয়ে পড়ছে, আর তাতে প্রত্যেকে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখে।

সিএলটিএস অ্যাপ্রোচ কমিউনিটির মধ্যে একটি অস্বস্তি ও লজ্জার বোধ জাগিয়ে তোলে। তারা সামষ্টিকভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, খোলা স্থানে মল ত্যাগ কতটা ক্ষতিকর, আর যতদিন তারা খোলা জায়গায় মল ত্যাগ চালু রাখবে ততদিন যে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের বর্জ্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা-ও বুঝতে পারে। এই উপলব্ধি তাদেরকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে এবং কমিউ-নিটির স্যানিটেশন পরিস্থিতির উন্নয়নে সক্রিয় করে তোলে।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার একটি ছোট কমিউনিটি নিয়ে ওয়াটার এইডের সহায়তায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার তথা (ভার্ক)-এর[৮] সাথে কর্মরত অবস্থায় কমল কর প্রথম সিলটিএস অ্যাপ্রোচ প্রয়োগ করেন। তখন থেকে এই অ্যাপ্রোচ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, শুধু তাই নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও এর প্রয়োগ সূচিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এর সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে , বিশেষ করে এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, সিএলটিএস সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা তথা এমডিজি পূরণেও বিশেষভাবে সক্ষম কেননা, এটি পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-৭ প্রত্যক্ষভাবে পূরণে ভূমিকা রাখে এবং পরোক্ষভাবে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কমিউনিটিকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ যেমন ডাইরিয়ার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা (লক্ষ্যমাত্রা-৬), মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন (লক্ষ্যমাত্রা-৫) এবং শিশুমৃত্যু কমিয়ে (লক্ষ্যমাত্রা-৪) এমডিজি পূরণে সক্ষম।

[৮] The background to the approach, the methodology and details of early experience were documented in 'Subsidy or Self-Respect: Participatory Total Community Sanitation in Bangladesh' (IDS Working Paper 184 http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop

ওয়াশপ্লাস এই প্রকল্পে সিএলটিএসপ্লাস ব্যবহার করবে, এই প্লাসের বিশেষত্ব হচ্ছে, সাধারন সিএলটিএস কার্যক্রমের পাশাপাশি এতে ল্যাট্রিনের বাইরে স্থায়ী হাত ধোয়ার স্থান স্থাপনের বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হবে এবং বর্জ্য থেকে কোনো জীবাণু যেন মুখে না যায় সেজন্য মল ত্যাগের পর হাত ধোয়ার আবশ্যকতাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

একইসাথে এই 'প্লাসে' ছোট আকারের ব্যক্তি-খাতের সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে যাতে করে স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা যায় এবং একইসঙ্গে প্রয়োজনানুসারে উন্নততর পরিচ্ছন্ন স্যানিটেশনের জন্য অর্থায়নের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হবে। প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রমাণের আলোকে দেখা যায় যে, ব্যক্তি-খাতের বিষয়টিকে কার্যক্রম চালুর আগেই যথাযথভাবে বিবেচনায় নিতে হবে এবং স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির বিপণনের কাজটি কার্যক্রম শুরুর যত কাছাকাছি সময়ে সম্ভব করতে হবে। উল্লেখ্য যে, তা কোনোভাবেই এক সপ্তাহের বেশি সময় পরে নয়, যাতে কার্যক্রমের গতি ব্যাহত না হয়।

ওয়াশপ্লাস এবং আমাদের বাস্তবায়ন সহযোগী ওয়াটার এইড সাধারণভাবে খানার ল্যাট্রিনে কোনো ভর্তুকি প্রদান করে না, সরকারের নীতির সহায়তায় কেবল 'অতি দরিদ্র' গোষ্ঠীর মধ্যেই ভর্তুকি প্রদান এবং ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার বিষয়টি সীমাবদ্ধ।

ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের মধ্যে রয়েছে সর্বাত্মক/পরিবেশগত স্যানিটেশনের 'নন-ব্র্যান্ডেড' অ্যাপ্রোচ, যেখানে কমিউনিটিকে কাজে লাগানো হয় সম্মিলিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহনমূলক হাইজিন ও স্যানিটেশনে পরিবর্তন তথা পিএইচএএসটি (PHAST)-টাইপ টেকনিকের ব্যবহারে, সমস্যা সমাধানে এবং কমিউনিটি কতৃক ব্যবস্থা যেমন 'লজ্জা দেয়া' প্রভৃতি ক্ষেত্রে, যেখানে যেসব খোলা স্থান মল ত্যাগের জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলো কড়া নজরদারিতে রাখা হয় এবং কোনো সদস্য যদি এরপরও খোলা স্থানে মল ত্যাগ করে তবে তাকে নাম ধরে ডাকার মাধ্যমে 'লজ্জা' দিয়ে ওই কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়। ক্লাসিক সিএলটিএস থেকে আমাদেরে কমিউনিটি-মুখী স্যানিটেশন অ্যাপ্রোচের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হবে বিদ্যমান ল্যাট্রিনের গুণগত অবস্থা বিবেচনা করে তা উন্নয়নে 'প্রজ্বলন' (ignition) ধাপটিকে ব্যবহার করা। আমরা জানি যে, আমাদের কার্যপরিধিভুক্ত উপজেলায় ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার অনেক বেশি তবে এদের অনেকগুলোরই বর্জ্য পরিবেশে নির্গত হয়, এক্ষেত্রে হয় সেগুলো 'ঝুলন্ত ল্যাট্রিন' যেখানে মল সরাসরি পুকুর বা খালে গিয়ে পড়ে অথবা এসব ল্যাট্রিনের /কংক্রিটের রিং-এর জোড়ার স্থান কিংবা ল্যাট্রিনের থাকা অন্য কোনো ফাক থেকে বর্জ্য বের হয়।

অবকাঠামো সরবরাহ অথবা পুনর্স্থাপনের পূর্বে খোলা জায়গায় মলত্যাগমুক্ত অবস্থা অথবা অপরিচ্ছন্ন ল্যাট্রিনের উন্নয়নের সম্ভাব্যতা আরও অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

কৌশলগত উপাদান ৩: খানা পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিধি বাড়ানো এবং উৎসাহদান

চালু হওয়ার পর থেকেই কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম-এর সদস্যবৃন্দ খানা পর্যায়ে পুনঃ পুনঃ নজরদারি জারি রাখবেন এবং যেসব কমিউনিটি সদস্য এখনও খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করে তাদের বাড়িতে সদস্যবৃন্দের যাতায়াত অব্যাহত থাকবে। আলাপ-আলোচনার কৌশল ব্যবহার করে সহজসাধ্য পদক্ষেপ সম্পর্কে উৎসাহিত

করে তোলার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যেক খানায় খোলা স্থানে মলত্যাগ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার আবস্থায় উন্নীত করবে। অর্থায়ন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিলে ভর্তুকিসহ অন্য বিকল্প পন্থাসমূহ খতিয়ে দেখা হবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অনেক গ্রামেই ব্যাপক মাত্রায় ল্যাট্রিন সুবিধা ও ব্যবহার বিদ্যমান কিন্তু এই ল্যাট্রিনগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে, আবার কখনও অসাবধানতাবশত ফেটে বা ভেঙ্গে গিয়ে এর থেকে বর্জ্য আশেপাশের পুকুরে, খালে অথবা আশেপাশের পরিবেশে গিয়ে মেশে। এ কারণে কমিউনিটিকে বর্জ্য-মুক্ত করতে স্বেচ্ছাসেবক এবং সুবিধাপ্রদানকারীদেরও কমিউনিটির সঙ্গে একসাথে কাজ করা প্রয়োজন, যাতে করে প্রকৃতপক্ষে তাদের ল্যাট্রিনের অবস্থা কীরূপ তা নিরূপণ করা যায় এবং 'আলাপ-আলোচনার' মধ্য দিয়ে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। বর্তমানে, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সম্ভবপর উন্নয়নের একটি 'ক্যাটালগ' তৈরির কাজ চলছে।

অন্য সকল উন্নত চর্চার মতই খানাসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকগণ ল্যাট্রিন ও হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে সহজসাধ্য উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ে একমত হবে। পানি পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে।

ওয়াশ অভ্যাসের পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ওয়াশপ্লাস এবং অন্যান্য অ্যাক্টরগণ:

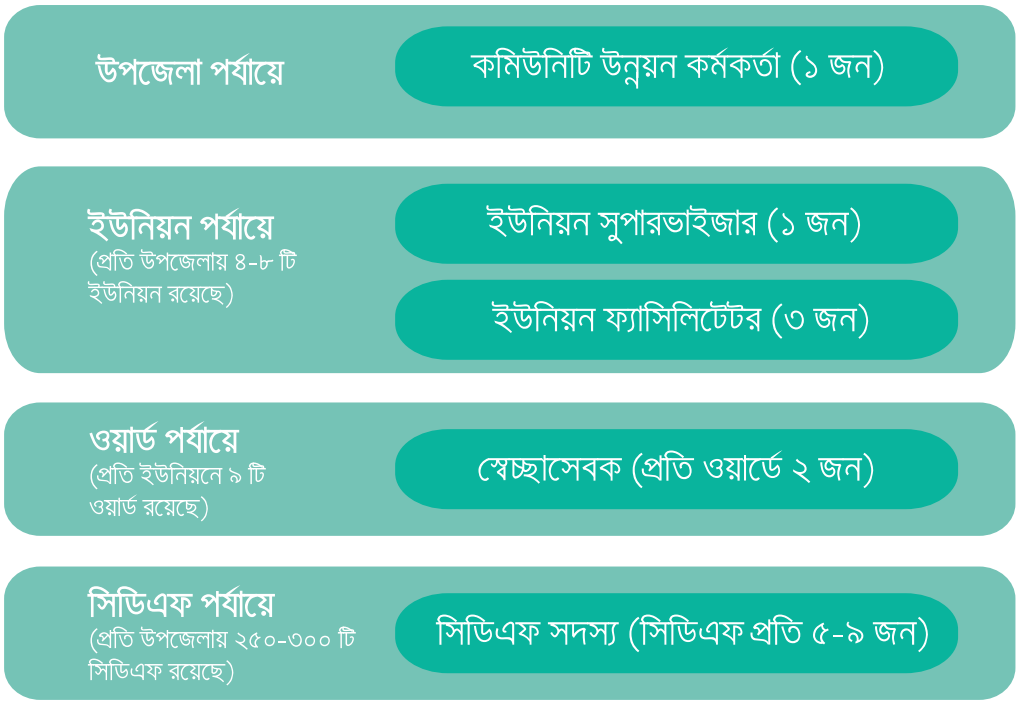

এই কুশলী অ্যাপ্রোচ উপদেশমূলক প্রয়োগকৌশলের পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক, আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক উন্নততর চর্চাকে উৎসাহিত করে। আঞ্চলিক ওয়াশপ্লাস দলের প্রযুক্তি সহায়তায় সহযোগী এনজিওসমূহের বাড়ি পরিদর্শনকারী, ওয়াশ প্রোমোটর এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দকে নিয়মিত এবং যথার্থভাবে এইসব সহজসাধ্য পদক্ষেপ পালনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তুলবে।

ঝুঁকি হ্রাস এবং গ্রহণযোগ্য অভ্যাস করার জন্য এই অংশগ্রহণমূলক আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক অ্যাপ্রোচকে সুনির্দিষ্টভাবে সাহায্যের জন্য রয়েছে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম (যা কাসকেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেয়া হয়) এবং সহায়তামূলক উপকরণ।

খানা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবর্তন আনায়নের জন্য একটি মুখ্য অ্যাপ্রোচ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক উন্নত চর্চা শীর্ষক কার্যক্রম/প্রশিক্ষণমূলক অ্যাপ্রোচ। এই কর্মকৌশল ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটরদের এবং অন্যান্য কমিউনিটি পৃষ্ঠপোষকদের এই মর্মে নির্দেশনা দেয় যে, প্রথমে খানাসমূহ শনাক্ত করে খানা-সদস্যদের 'শিক্ষিত' করার চেষ্টা না করে কিংবা সুনির্দিষ্ট 'আদর্শ পরিচ্ছন্নতা চর্চা'র প্রচারণা না চালিয়ে (কেননা, এগুলো প্রায়শই খানা-সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না) তাদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা'র মাধ্যমে কাম্য অভ্যাস পালনের লক্ষ্যে উন্নত পরিচ্ছন্নতার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। খানা-পরিদর্শনকালে অথবা দলভিত্তিক সভায় বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় কতগুলো গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর চর্চার ওপর, পৃষ্ঠপোষকদের কাজ হলো খানাগুলোর 'সমস্যা সমাধানে' সহায়তা করা এবং খানা পর্যায়ে স্থায়ী ও যথার্থ স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন অভ্যাস সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনা।

আলাপ-আলোচনা সংবলিত কর্মকৌশলের দ্বারা শনাক্তকৃত এই গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর উদ্যোগগুলোকেই 'সহজসাধ্য পদক্ষেপ' বলা হয়ে থাকে যা মূলত তুলে ধরে যে, পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ অভ্যাসগুচ্ছের সাহায্যে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নের চেয়ে ঝুঁকি কমিয়ে এনে ক্রমাগত আদর্শ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়াই জরুরি।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উন্নত চর্চা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন হল একটি অভিনব কৌশল যা একত্রে পরামর্শ প্রদান এবং অভ্যাস পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মকৌশলের সমন্বয়। এই কর্মকৌশলগুলো বর্তমান প্রচলিত চর্চা, বিশ্বাস, রীতি এবং যেটুকু সম্পদ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই গঠিত, যা খানা-মালিকদের সঙ্গে 'আলাপ-আলোচনা'র মাধ্যমে মলত্যাগ, হাত ধোয়া এবং পানির ব্যবহার ও শোধন সম্পর্কিত কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য চর্চাসমূহকে শনাক্ত এবং তা আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে দূষণ প্রতিরোধ ও বাড়ির মধ্যে রোগ-সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ হ্রাস করতে ভূমিকা পালন করে।

শক্তিশালী অভ্যাস-পরিবর্তন উপাদান সহযোগে চালিত এই কর্মকৌশল একটি আদর্শ অভ্যাস কিংবা অ্যাপ্রোচের প্রসার ঘটানোর পরিবর্তে সিডিএফ সদস্যবৃন্দ অথবা ইউনিয়ন সুবিধাপ্রদানকারীদের সঙ্গে খানামালিকদের মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়া খানাসমূহকে তাদের পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে সবেচেয়ে উপযোগী পন্থাটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয় এবং কমিউনিটি পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে নতুন পরিচ্ছন্নতা-চর্চার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে গিয়ে আগত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করা এবং সেগুলোর সমাধান করাকে অনুমোদন করে। কমিউনিটির এই সহযোগিতার ফলে এবং যেহেতু করণীয়সমূহ খানাগুলো নিজেরাই নিজেদের জন্য নির্বাচন করে সেহেতু মিকিকির (এমহারিক ভাষার শব্দ) অ্যাপ্রোচ দ্রুতগতিতে সম্ভাব্য নতুন অভ্যাসগুলো সমন্বিত করতে পারে।

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের কৌশল অনুশীলনের জন্য সিডিএফ স্বেচ্ছাসেবক অথবা ইউনিয়ন-সুবিধাপ্রদানকারী দের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ-উপযোগী বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য ওয়াশ-বিকল্প সম্বন্ধে জানা থাকা প্রয়োজন (পানির প্রাপ্তি ও উৎস, মৌসুম পরিস্থিতি, স্যানিটেশন সিঁড়িতে অবস্থান, সহজে পাওয়া যায় এমন জলাধার ইত্যাদি)। তাদেরকে পরামর্শপ্রদানে সমর্থ হতে হবে যাতে করে সমস্যা শনাক্তিকরণ, সম্ভাব্য সমাধান প্রদান, খানামালিকদের কাছ থেকে নতুন কার্যকর পরিচ্ছন্নতা-চর্চায় সচেষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে তারা সক্ষম হয়। আর এভাবে খানাগুলোকে পানি শোধন, নিরাপদ পানি ব্যবহার, স্যানিটেশন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ে স্থায়ী এবং সঠিক চর্চার কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

এটি করতে হলে, সাধারণ বিকল্পসমূহ, সমস্যাগুচ্ছ এবং বিভিন্ন ধরনের খানা-পরিস্থিতির আলোকে এগুলোর উপযুক্ত সমাধান সম্পর্কে পূর্ববর্তী গবেষণায় যথাযথ শনাক্তিকরণ প্রয়োজন। বর্ধিত কর্মীদের পক্ষে তখন প্রশিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন বিকল্প ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

কৌশলগত উপাদান ৪: লোকজ এবং প্রথাগত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে বার্তাসমূহকে বহুগুণে বিবর্ধিত করণ

বিবর্ধিত মাত্রায় সাফল্য লাভ এবং লক্ষ্য-অডিয়েন্সের সঙ্গে বেশি করে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনে ওয়াশ-প্লাস বিভিন্ন ধরনের লোকজ এবং প্রথাগত প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে কমিউনিটিতে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা নেবে। রিক্সা মাইকিং (কমিউনিটির মধ্যে রিক্সায় করে ঘুরে বেড়িয়ে মাইক্রোফোন ব্যবহার করে এই সম্পর্কিত বার্তাগুলোকে পড়ে শোনানো) থেকে শুরু করে র‍্যালি, নাটক মঞ্চায়ন, পথসভা, দলবেঁধে খানা পরিদর্শন এবং হাতধোয়া বিষয়ক গণপ্রদর্শনী এই কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি, স্থানীয় যুবকদের ক্লাবসমূহকে এই কাজে যুক্ত করা হবে এবং তাদেরকে হাতধোয়া, পানির নিরাপত্তা এবং স্যানিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন দিবস আয়োজনে সহায়তা প্রদান করা হবে। এসব দিবসে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আলোচনা, কমিউনিটি পরিদর্শন, নাটক এবং লোকগানের ব্যবস্থা করা হবে।

ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের একটি উপ-উপাদান হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ তালিকা প্রস্তুত করা হবে, যেখানে সুনির্দিষ্ট বার্তাগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। আর এই বার্তাগুলোতে ওয়াশ অভ্যাসের সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সকলকে বোঝানো যাবে। এই সুবিধা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রায়শই স্বাস্থ্য-বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এই যোগাযোগ এবং বার্তা প্রয়োগের কৌশল ওয়াশ অভ্যাসের চর্চাকে একদিকে করে তুলবে 'আনন্দময়, সহজ এবং জনপ্রিয়' অপরদিকে তা এর সুবিধা সম্পর্কে 'প্রতিশ্রুতি' প্রদান করবে যা অধিকাংশ খানামালিকের কাছে প্রশংসিত হবে।

কৌশলগত উপাদান ৫: ব্যক্তি-খাত, বাণিজ্যিক এবং এনজিওসমূহের উদ্যোগে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও স্যানিটেশন সামগ্রীর প্রাপ্তি ও ক্রয়সামর্থ্য বৃদ্ধি করণ

ইতোমধ্যেই আমরা বলেছি যে, মুখ্য ওয়াশ উপকরণ এবং সেবার সুযোগ লাভ ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের একটি আবশ্যিক অংশ। ওয়াশপ্লাস কৌশল কেবল সিএলটিএস 'ট্রিগারিং' এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে উল্লিখিত উপকরণসমূহের চাহিদাই সৃষ্টি করে না, একইসঙ্গে ব্যক্তিখাতকে সাধ্যের মধ্যে মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহের জন্য সহায়তা প্রদান করে। সিএসএ-এর মাধ্যমে মুখ্য উপকরণে কোনো ঘাটতি নজরে এলে পাবলিক এবং ব্যক্তিখাতের মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে সাধ্যের মধ্যে সেগুলো পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াও অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের অংশ।

এই কুশলী সুযোগ লাভের একটি উপাদান তাই ব্যক্তি-খাতের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণএবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া যাতে করে সাধ্যের মধ্যে উপকরণ সুযোগ লাভের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এইসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে কংক্রিট স্ল্যাব, টিপকল, আরসিসি স্ল্যাব তৈরির যন্ত্রপাতি ও ছাঁচ, রিং প্রভৃতি তৈরির কারখানা স্থাপনে সহযোগিতা প্রভৃতি।

গ্লোবাল সিএলটিএস এবং টোটাল স্যানিটেশন/স্যানিটেশন মার্কেটিং তথা টিএসএসএম কার্যক্রম থেকে লব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা শিখেছি যে, সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে সিএলটিএস ট্রিগারিং এর পূর্বেই ব্যক্তি-খাতের সরবরাহ অংশকে 'প্রস্তুত' রাখা। একইসঙ্গে, এই ট্রিগারিং ব্যক্তি-খাতের খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় যাতে করে তারা চালুর পরপরই পরবর্তী করণীয়তে নিয়োজিত হতে পারে এবং ওয়াশ উপকরণ সরবরাহ করতে পারে। এর বাইরে 'আর্থিক উপকরণ' (ক্ষুদ্র আর্থিক ঋণ)-ও এই

উপকরণ প্যাকেজের অংশ। প্রতিবেশী কম্বোডিয়ার মতো কিছু দেশে ব্যক্তি-খাতের বিক্রেতারা বিক্রির অংশ হিসেবে সিএলটিএস চালুকরণের কাজ করে থাকে।

সম্পর্কিত উপকরণ

হাত ধোয়া

- হাত ধোয়ার ব্যবস্থা: ঝুলন্ত টিপকল, সাবান অথবা ছাই রাখার পাত্র, টিপকলের অনুপস্থিতে পরিচ্ছন্ন ডুবানি (বড় হাতলযুক্ত চামচ/ ডিপার)

স্যানিটেশন

- আরসিসি রিং এবং স্ল্যাব
- পটি (শিশু কিংবা অসুস্থ ব্যক্তি, যেমন পঙ্গু বা এইডস রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির বর্জ্যের জন্য ব্যবহৃত)

পানি শোধন এবং নিরাপদ সংরক্ষণ

- শোধনের উপকরণ (হাইপোক্লোরাইট দ্রবণ, ছাঁকনি, জ্বালানি কাঠ, সৌর জীবাণুমুক্তকরণের জন্য প্লাস্টিকের বোতল)
- সংরক্ষণের জন্য পাত্র
- ঢাকনা
- ডুবানি (বড় হাতলযুক্ত চামচ/ ডিপার)
- ডুবানি ঝুলিয়ে রাখার জন্য পেরেক ও তার (নোংরা মেঝে থেকে দূরে রাখার জন্য)

কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও স্যানিটেশন উপকরণকে সাধ্যের মধ্যে সুলভ করার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোগের বাণিজ্যিক খাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে ধরনের কার্যক্রম গ্রহন করা হবে সেগুলো হলো:

- স্থানীয় ব্যবসায়ী/সরবরাহকারীদের নিয়ে কর্মশালা (পানির উৎস এবং ল্যাট্রিনের উপকরণ তৈরি ও বাজারজাতকরণের জন্য এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এক দল স্থানীয় মিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে)
- স্থানীয় উৎপাদক/সরবরাহকারী এবং নির্দিষ্ট অডিয়েন্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও শক্তিশালী করা এবং লব্ধ সেবাসমূহের গুরুত্ব নিরূপণে সহায়তা করা
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নমুনা কাঠামো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে কমিউনিটিতে চাহিদা তৈরিতে সহযোগিতা করা।

কৌশলগত উপাদান ৬: বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন

ইউনিসেফ-এর সারবক্তব্য হলো: "মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং শিক্ষার্জনের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা জরুরি যাতে শিশুরা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোর স্যানিটারি এবং পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক, অর্থাৎ, বিদ্যালয়গুলোতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নেই। এরকম অবস্থায় শিশুরা স্কুলের আশেপাশে এমনকি কখনও কখনও স্কুল প্রাঙ্গণেই মলত্যাগে বাধ্য হয়।" মেয়েদের জন্য সুনির্দিষ্ট করা ল্যাট্রিনের অভাব, এর সঙ্গে পানি সংগ্রহের অব্যবস্থা এবং মাসিক শুরু হওয়া- এগুলো মেয়েদের স্কুলে উপস্থিত না হবার মুখ্য কারণ।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা, স্যানিটেশন এবং পানি সরবরাহ স্থাপন বিষয়ক প্রকল্প শিক্ষার পরিবেশকে কার্যকর

করে তোলে যা শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং বিদ্যার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। এর সঙ্গে, বিদ্যালয়ের এসব উদ্যোগ শিশুদেরকে বাড়িতে এবং কমিউনিটিতে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করতে পারে। জাতীয় হাইজিন প্রসার কৌশলের নির্দেশনা অনুসারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা এমওপিএমই এর অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বাস্থ্যাভ্যাস বিষয়ক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। ওয়াশপ্লাস এ ক্ষেত্রে এমওপিএমই-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারে। একইভাবে, হার্ডওয়্যার সহায়তা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক প্রচার অভিযানকে অধিকতর কার্যকর করতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবে।

বিদ্যালয়ের স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা প্রসার কর্মসূচির উপাদানসমূহ

- নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলো চূড়ান্তকরণ, সম্পর্কিত সকল মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা
- ওয়াশপ্লাস বিদ্যালয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করার জন্য শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা
- সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম: প্রশাসন, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, তরুণ নেতৃবৃন্দ (ছাত্র পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থা), পিতামাতা। শিক্ষকবৃন্দ, পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিকল্পনা কার্যক্রম
- বার্তা প্রচার, বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয় থেকে কমিউনিটিতে এবং কমিউনিটি থেকে বাড়িতে ওয়াশ উন্নয়নের জন্য সহজসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ
- সম্পূরক পাঠক্রম এবং সহায়ক উপকরণ বিষয়ক প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষে সভা, দিবস পালন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য
- বিদ্যমান বিভিন্ন যুবক্লাবের সঙ্গে ওয়াশের মূল বক্তব্যকে সমন্বিত করা, যেখানে এরকম প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে বিদ্যালয়ে ওয়াশ ক্লাব গঠন করা
- বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং পানি শোধনের জন্য সাশ্রয়ী কারিগরি নক্শা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা
- প্রতিটি শ্রেণির অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা
- প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং অগ্রগতির রিপোর্ট গ্রহণ

কৌশলগত উপাদান ৭: ল্যাট্রিন এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থার ওপর প্রদর্শনীর আয়োজন

জনসাধারণের সামনে বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন এবং হাত ধোয়ার প্রযুক্তি ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস প্রাঙ্গণে এবং জনসমাগম ঘটে এমন সব স্থানে প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা হবে। এছাড়া, প্রদর্শনের জন্য নির্মিত কিছু ল্যাট্রিন অতি-দরিদ্রের খানায় স্থাপন করা হবে যা প্রকারান্তরে কমিউনিটিতে ল্যাট্রিন প্রদর্শনের কাজ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একক এবং টুইন অফসেট পিট ল্যাট্রিন, উঁচু ভিতের ওপর তৈরি ল্যাট্রিন এবং চারিদিকে বালির আবরণে ঢাকা পিটযুক্ত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে, আর এতে ব্যবহৃত হবে প্লাস্টিক থেকে শুরু করে সিজিআই শিট-সহ বিভিন্ন উপকরণ এবং সিমেন্ট-সুরকির কাঠামো। এই নক্শাগুলো বিদ্যমান সমস্যার কিছু সমাধান দেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অফসেট পিট ল্যাট্রিনে ওপরের কাঠামো না ভেঙেই পিট পুনঃস্থাপন সম্ভব হবে। টুইন পিট ল্যাট্রিনের বর্জ্য ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি এবং এটি অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হবে। একইভাবে, উঁচু ভিতের ওপর স্থাপিত ল্যাট্রিন সমসংখ্যক রিং ব্যবহার করেও ভূপৃষ্ঠের পানির স্তর থেকে অনেক ওপরে

অবস্থিত থাকবে এবং চারিদিকে বালির আবরণে ঢাকা পিটযুক্ত ল্যাট্রিন ছাঁকন প্রক্রিয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত করবে আর এতে পিটের আয়তনও বেড়ে যাবে। আর্থিক সামর্থ্য, জায়গা কতটা আছে, জলের স্তরের পরিস্থিতি প্রভৃতি বিবেচনা করে নিজেদের বাড়িতে সর্বোত্তম বিকল্পটি স্থাপনের স্বাধীনতা ব্যবহারকারীদের থাকবে।

ওয়াশ চর্চার পরিবর্তনে বিভিন্ন অ্যাক্টেরের ভূমিকা

ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

ওয়াটার এইডের মূল দায়িত্ব হবে প্রযুক্তি সহায়তা ও পার্টনার (সহযোগী) এনজিওসমূহ তথা পিএনজিও-কে পথনির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এ কাজে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, মাঠ-পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পিএনজিও এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, পিএনজিও-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং ব্যক্তি-খাতের সেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে ৫ সংখ্যক কৌশলগত উপাদানকে সহায়তা প্রদান করা।

এই সংস্থা পিএনজিও-সমূহকে প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদান করবে যাতে করে তারা অভ্যাস পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, এই প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন দলের সক্ষমতা নিরূপণ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রকল্পের কাম্য অর্জনকে কার্যকর করে তুলতে পারে। সর্বোপরি, এই সংস্থা যথার্থ এবং সাধ্যের মধ্যেই কাম্য অভ্যাসের চর্চাকে স্থানীয় ভূ-ভৌত প্রতিবন্ধকতার আলোকে মূল্যায়ন করবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে এবং কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপায় (tool) ও উপকরণ তৈরি করতে পারে। সব মিলিয়ে, ওয়াটার এইড মাঠ পর্যায়ে অভ্যাস পরিবর্তন কার্যক্রমের বাস্তবায়নে পিএনজিও-সমূহকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

পিএনজিও-সমূহ

- ওয়াশপ্লাস উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সকল পিএনজিও অভ্যাস পরিবর্তনের নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।
- অভ্যাস পরিবর্তন কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে সক্ষমতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর, ইউনিয়ন সুপারভাইজার এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
- ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটেটর এবং ইউনিয়ন সুপারভাইজারদেরকে প্রকল্পের লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবে।
- স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা প্রসার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উপায় এবং উপকরণ সরবরাহ করবে।
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন কাউন্সিল)-কে অভ্যাস পরিবর্তন কার্যক্রমে যুক্ত করবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া, পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা তৈরি করবে।
- চিহ্নিত বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে একটি কার্য-সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং বিদ্যালয় কেন্দ্রিক প্রচারণা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তথা এসএমসি-সমূহের সঙ্গে কাজ করবে।
- সকল অভ্যাস পরিবর্তন কার্যক্রমকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অধীন রাখবে।
- কার্যক্রমের অগ্রগতির রিপোর্ট নিয়মিত হাল-নাগাদ করবে।

- প্রচারের জন্য এবং অভ্যাস পরিবর্তন আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থানীয় উপায় এবং বিভিন্ন সামাজিক রীতির প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- এসএমসি সভা, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের ওয়াটসান কমিটির সভায় কর্মীরা যেন অংশগ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করবে।
- যেখানে কর্মপরিকল্পনা প্রণীত বা হালনাগাদ করা হবে সেখানে বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করার মাধ্যমে ওয়াটসান কমিটিসমূহকে পুনরায় সক্রিয় করবে এবং নিয়মিত সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেবে।
- সর্বোত্তম চর্চা এবং অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন ওয়াটসান কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে কি না তা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যবেক্ষণ করবে। সিডিএফ অনুসারে তারা বাস্তবায়ন-পরিকল্পনা, বর্তমান অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করবে। পরিষদ বিভিন্ন অংশীদারি মহলকে যুক্ত করে একটি সার্বিক পরিবেশ তৈরি করবে যাতে করে এই সমন্বিত উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, সক্রিয় এবং প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে কমিউনিটির (সিএপি-তে শনাক্তকৃত) পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। পরিষদ, ইউনিয়নের ওয়াশ সুবিধা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহে রাখবে এবং হার্ডওয়্যার ও অভ্যাস পরিবর্তন - উভয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

চিহ্নিত বিদ্যালয়সমূহের এসএমসি-সমূহ স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এই কমিটি পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন উন্নয়ন কাজ তদারকি করবে এবং বিদ্যালয়ে অভ্যাস পরিবর্তন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। তারা বিদ্যালয়কে (শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রপরিষদ) কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

বাজার এলাকায় কাম্য স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা (যেমন, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা, নিরাপদ পানির পয়েন্ট ও ল্যাট্রিন প্রভৃতি) হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করবে এই কমিটি। এই কমিটি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং উন্নত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে এবং বাজারে অভ্যাস পরিবর্তন কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগিতা করবে।

কমিউনিটি উন্নয়ন ফোরাম

সিডিএফ-সমূহ ওয়াশপ্লাস কাঠামোর প্রাথমিক ইউনিট এবং এক একটি সিডিএফ-এর আওতায় ৫০ থেকে ১০০টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত। ৫ থেকে ৯ জন সদস্য সংবলিত এইসব সিডিএফ একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করবে। তাদের মূল কাজ হবে কমিউনিটিতে নিরাপদ ও কাম্য ওয়াশ অভ্যাসের প্রচলন নিশ্চিত করা। তারা এলাকার হার্ডওয়্যার ও স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা উভয়ের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে, এই অগ্রগতি সিএপি-এর সঙ্গে তুলনা করবে এবং সিএপির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করবে। সরবরাহকৃত

রেজিস্টারে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত কমিউনিটির ওয়াশ-এর অবস্থা সংরক্ষণ করবে, তারা ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন ওয়াটসান সভায় এবং অন্যান্য মহলের আলোচনা ফোরামে এসব তথ্য পরিবেশন করবে।

ক্যাটাগরি অনুসারে ওয়াশ কার্যক্রমের সাধারণ পর্যালোচনা

পূর্ববর্তী অংশের বিবরণ অনুসারে, ওয়াশপ্লাস অভ্যাস পরিবর্তন কৌশলের অর্ন্তনিহিত ভাব হলো এই বিষয়ের উপলব্ধি যে অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন আবশ্যিক ওয়াশ উপকরণ ও সেবা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা , জ্ঞান ও প্রেরণা এবং এমন পরিবেশ যেখানে কমিউনিটির নিয়ম ও রীতি তথা সরকারের নীতি স্থায়ী ও যথার্থ ওয়াশ অভ্যাসের চর্চাকে সহায়তা প্রদান করে।

এই কথা স্মরণে রেখে, ওয়াশপ্লাস কার্যক্রম সমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই ইস্যুগুলো মোকাবেলা করবে। স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ‘প্রচার’ কার্যক্রমের নক্শা এমনভাবে করা হবে যাতে তা কেবল সচেতনতা কিংবা জ্ঞানই নয় বরং দক্ষতা, সুযোগ ও রীতিকে বিবেচনা করে। অভ্যাস পরিবর্তনের বিভিন্ন অংশকে বিবেচনা করে ওয়াশপ্লাস তার অংশীদার অডিয়েন্সের সহযোগিতায় এই সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

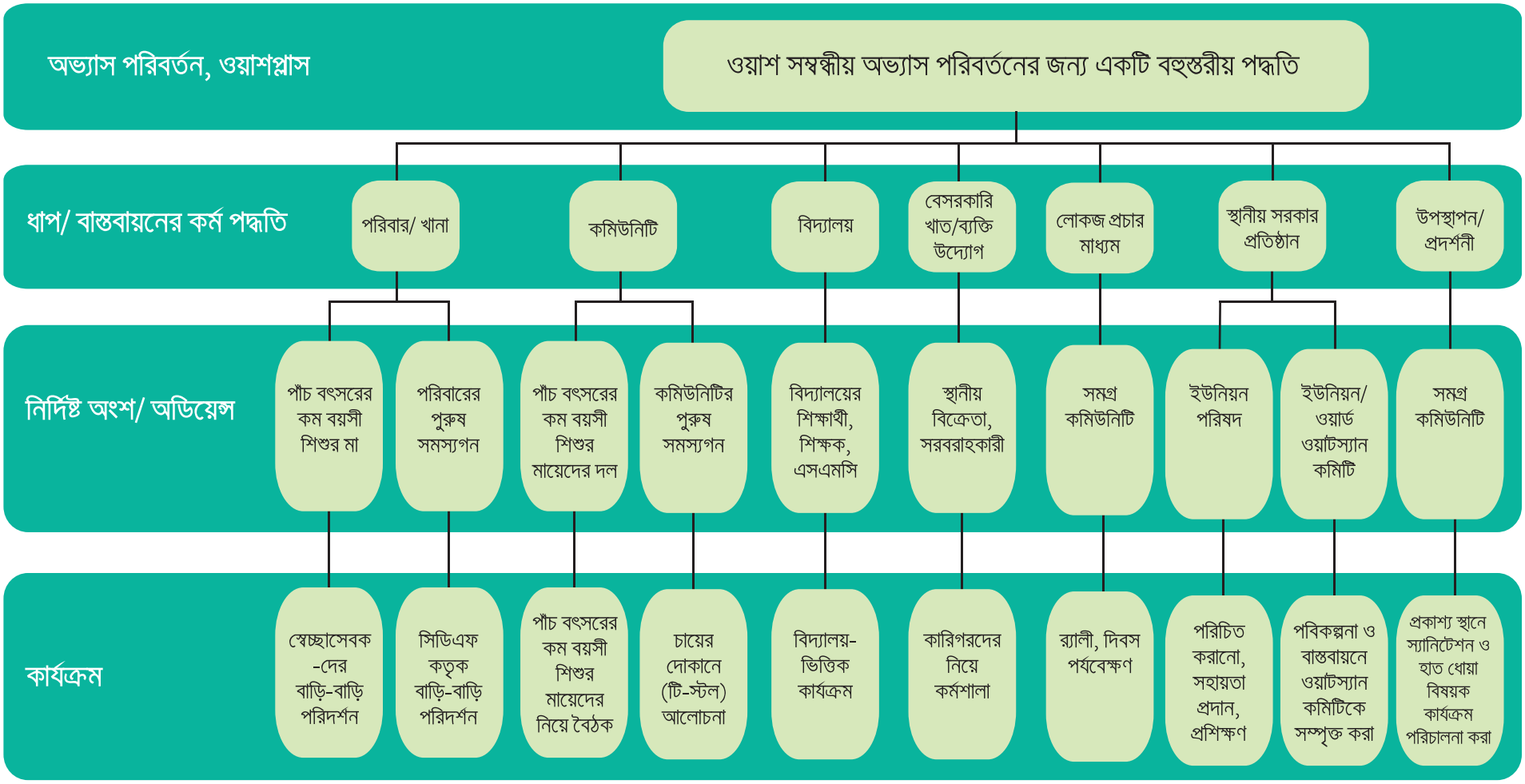
অভ্যাস পরিবর্তন, ওয়াশপ্লাস
ওয়াশ সম্বন্ধীয় অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য একটি বহুস্তরীয় পদ্ধতি
ধাপ/ বাস্তবায়নের কর্ম পদ্ধতি
পরিবার/ খানা
কমিউনিটি
বিদ্যালয়
বেসরকারি খাত/ব্যক্তি উদ্যোগ
লোকজ প্রচার মাধ্যম
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
উপস্থাপন/ প্রদর্শনী
নির্দিষ্ট অংশ/ অডিয়েন্স
পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মা
পরিবারের পুরুষ সমস্যগন
পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের দল
কমিউনিটির পুরুষ সমস্যগন
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এসএমসি
স্থানীয় বিক্রেতা, সরবরাহকারী
সমগ্র কমিউনিটি
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড ওয়াটস্যান কমিটি
সমগ্র কমিউনিটি
কার্যক্রম
স্বেচ্ছাসেবক -দের বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন
সিডিএফ কতৃক বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন
পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক
চায়ের দোকানে (টি-স্টল) আলোচনা
বিদ্যালয়-ভিত্তিক কার্যক্রম
কারিগরদের নিয়ে কর্মশালা
র‍্যালী, দিবস পর্যবেক্ষণ
পরিচিত করানো, সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ
পবিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ওয়াটস্যান কমিটিকে সম্পৃক্ত করা
প্রকাশ্য স্থানে স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা

কার্যক্রম অনুসারে বার্তাসমূহের ম্যাট্রিক্স

বিভিন্ন ধরনের অডিয়েন্সেকে বিবেচনায় রেখে এবং প্রতিটি অংশের সঙ্গে কর্মসূচির উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করে, ওয়াশপ্লাস বিভিন্ন যোগাযোগ পন্থা এবং সেই অনুসারে সুনির্দিষ্ট বার্তার পরিকল্পনা করেছে। অডিয়েন্সের নির্দিষ্ট অংশের জন্য নির্দিষ্ট আচরণবিধি চিহ্নিত করা হয়েছে যার পরিবর্তন ওয়াশপ্লাসের কাম্য। অতঃপর অভ্যাসের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ এবং বর্তমান অভ্যাস ও কর্মএলাকার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে মুখ্য বার্তাগুলো নিচের ম্যাট্রিক্সে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে:

কার্যক্রম	নির্দিষ্ট অডিয়েন্স	নির্দিষ্ট আচরণবিধি	প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ	মুখ্য বার্তাসমূহ
পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক	প্রাথমিক অডিয়েন্স (যারা সরাসরি সম্পর্কিত): পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা	• নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ/ উক্ত স্থানে অবস্থিত স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা (ল্যাট্রিন) ব্যবহার • পরিবেশে অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন বা উপচানো ঠেকাতে বিদ্যমান ল্যাট্রিনসমূহের স্বাস্থ্যসম্মত উন্নয়ন সাধন করা • নবজাতক ও শিশুদের মল ফেলার বিষয়টি নিরাপদভাবে করা	• ল্যাট্রিনসমূহের বর্জ্যের নির্গমন ঝুঁকির উপলব্ধি • বর্জ্য নির্গমনকারী ল্যাট্রিন, মল খাবার সমকক্ষ বিষয়ে বিতৃষ্ণা বোধ তৈরী • উন্নত ল্যাট্রিনে পরিবর্তিত করতে নিজস্ব সক্ষমতা • উন্নত ল্যাট্রিন তৈরী এবং অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনকে উন্নত ল্যাট্রিনে পরিবর্তিত করার দক্ষতা ও জ্ঞান • কমিউনিটির মধ্যে উন্নত পায়খানা ব্যবহারে সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং বিতৃষ্ণা বোধপ্রজ্বলিত করা • সন্তান লালন-পালন করার সংস্কৃতির অংশ হিসাবে তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে শেখান/ সাহায্য করা	• ডাইরিয়ার প্রভাব • কেন মল ক্ষতিকর • বিভিন্ন সংক্রমণের পথ/ এফ ডায়াগ্রাম • বর্জ্য নির্গমন বন্ধের প্রক্রিয়া ও বন্যা প্রতিরোধী • নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ ফলে পরিবেশে নির্গমিত বর্জ্যের প্রভাব এবং মল আবদ্ধ রাখার গুরুত্ব • মহিলাদের গোপনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করা • সিএলটিএস হতে এক গ্লাস পানির অনুশীলনীটি করা এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের পাশাপাশি বর্জ্য নির্গমনকারী ল্যাট্রিনের সাথে এর সম্পৃক্ততা দেখানো • শিশুদের ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার সমাধান বিষয়ে আলোচনা করা
		• নিয়মিত সঠিকভাবে হাত ধোয়া • স্থায়ী হাত ধোয়ার ব্যবস্থা যেমন ঝুলন্ত টিপি ট্যাপস্থাপন ও ব্যবহার করা • প্রতিটি হাত ধোয়ার ব্যবস্থার নিকট সাবান-পানি বা বার সাবানের ব্যবস্থা করা • দূষিত পানি প্রবেশ করেনা এমন পুকুর থেকে হাত ধোয়ার পানি সংগ্রহ করা	• হাত না ধোয়ার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি • হাত না ধোয়া পরিবারকে বিষ খাওয়ানোর সমান - এই বিষয়ে বিতৃষ্ণা বোধ তৈরী • দেখতে পরিস্কার এমন হাতেও মল বা অন্যান্য জীবানু লেগে থাকতে পারে - এই বিষয়ে ধারণা তৈরী • ল্যাট্রিন, খাবার ও রান্নার জায়গায় ঝুলন্ত টিপকল স্থাপনের মাধ্যমে হাত ধোয়ার বিষয়টি সহজ করা এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া • 'দেখতে' অপরিষ্কার হোক বা নাহোক, খাবার আগে ও মলত্যাগের পরে হাত ধোয়ার	• হাত ধোয়ার উপকারিতা যেমন কম অসুস্থতা, ডাক্তারের ভিজিট, ধর্মীয় বিষয়, স্বাস্থ্যবান শিশু ইত্যাদি • হাত না ধোয়ার ঝুঁকি/ অপকারিতা, বিতৃষ্ণা বোধ তৈরী • সঠিক হাত ধোয়ার পদ্ধতির উপস্থাপন ও চর্চার পাশাপাশি সঠিকভাবে (বাতাসে) হাত শুকানোর গুরুত্ব তুলে ধরা • ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) এবং সাবান-পানি (সহজসাধ্য পদক্ষেপ) তৈরী করে দেখানো • ঝুলন্ত টিপকলের উপকারিতা (প্রবাহমান পানি এবং কম পানি লাগে)

কার্যক্রম	নির্দিষ্ট অডিয়েন্স	নির্দিষ্ট আচরণবিধি	প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ	মুখ্য বার্তাসমূহ
			বিষয়টি সামাজিক আচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা • যথাযথভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতির পাশাপাশি বাতাসে হাত শুকানোর বিষয়টি উপর গুরুত্ব দেয়া	
		• স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানি সংগ্রহ ও পরিবহন করা • স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা • বৃষ্টির পানি আরও বেশি করে ও কার্যকর উপায়ে সংগ্রহ করা এবং নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা করা	• নিরাপদ পানি পান না করার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি (অথবা যে পানি পান করছে তার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি) • সংগ্রহ ও পরিবহনের সময় পানি দূষিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা (এবং এ বিষয়ক ঝুঁকিসমূহ উপলব্ধি করা) • নিরাপদভাবে পানির সংরক্ষণের কৌশলগুলো জানা • নলকূপ ছাড়া অন্য উৎসের পানি ব্যবহারের ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি এবং তা মোকাবেলা করার জন্য জ্ঞান বৃদ্ধিকরা • অধিক পরিমানে ও নিরাপদভাবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন করা	• নিরাপদ পানি বিষয়ে সচেতনতা এবং পানি নিরাপদ না রাখতে পারার কারনগুলো জানা • সংগ্রহ থেকে পান করা পর্যন্ত পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাব্য উপায় সমূহ • নিরাপদ পানি পান না করার ক্ষতিকর দিক/ ঝুঁকিসমূহ • পানি নিরাপদ রাখা/ ঝুঁকি কমানোর জন্য যেসব ‘সহজসাধ্য পদক্ষেপ’ নেয়া যেতে পারে (সরু গলা বিশিষ্ট পাত্র, কলসির পুরো মুখ ঢেকে রাখা, মগ না চুবানো ইত্যাদি) • পুকুরের পানি নাফুটিয়ে ব্যবহারের ঝুঁকি • বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (গাটার স্থাপন/ নিম্নগামী নল/ সংরক্ষণ পাত্র, চালা/ছাদ পরিষ্কার ইত্যাদি)
		• পরিষ্কার কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা পরিবর্তন করে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা • ব্যবহারের পর প্যাড বা কাপড় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, না হলে মাটিতে পুঁতে ফেলা	• ঋতুকালীন সময়ে কি কি করা উচিত এবং কি কি করা উচিত নয় তা জানা • স্যানিটারী প্যাড বা কাপড়ের যথাযথ ব্যবহার, পরিষ্কার, সংরক্ষণ ও ফেলা দেয়া সম্বন্ধে জানা	• পিতামাতার ভূমিকা • পরিষ্কার পানিতে সাবান দিয়ে কাপড় ধুয়ে সরাসরি রৌদ্রে শুকানো • জীবানু বা পোকামাকড়ের সংক্রমণ এড়ানোর জন্য নিরাপদ স্থানে কাপড় সংরক্ষণ করা • অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত খাবার দেয়া • ব্যবহারের পর প্যাড গৃহস্থলীর অন্যান্য আবর্জনার সাথে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা বা মাটিতে পুঁতে ফেলা
চায়ের দোকানে (টি-স্টল) আলোচনা	দ্বিতীয় পর্যায়ের (সেকেন্ডারি) অডিয়েন্স (যারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে): স্বামী, শাশুড়ি	• নিয়মিত সঠিকভাবে হাত ধোয়া • ল্যাট্রিন বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন • উৎস থেকে পান করা পর্যন্ত পানি নিরাপদ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা	• পারিবারিক ওয়াশ উন্নয়নে অর্থের এই সামান্য বিনিয়োগ যে প্রচুর সাশ্রয় হতে পারে তা জানা • হাত ধোয়ার যন্ত্র, উন্নত ল্যাট্রিন ও পানির নিরাপদ আধার তৈরির জ্ঞান	• কেন মল ক্ষতিকর এবং বিভিন্ন সংক্রমণের পথ/ এফ চিত্র • সঠিক হাত ধোয়ার পদ্ধতির উপস্থাপন ও চর্চার পাশাপাশি সঠিকভাবে (বাতাসে) হাত শুকানোর গুরুত্ব তুলে ধরা

কার্যক্রম	নির্দিষ্ট অডিয়েন্স	নির্দিষ্ট আচরণবিধি	প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ	মুখ্য বার্তাসমূহ
	তৃতীয় পর্যায়ের (টারসিয়ারি) অডিয়েন্স (যারা পরোক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে): কমিউনিটির নেতা, স্বাস্থ্য কর্মী	• হাত ধোয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা এবং উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন করা • হাত ধোয়ার জন্য আলাদা করে সাবানের ব্যবস্থা করা • স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা ও শিশুদের পরিচর্চায় পরিবারের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ করা উচিত	• হাত না ধোয়া পরিবারকে বিষ খাওয়ানোর সমান - এই বিষয়ে বিতৃষ্ণা বোধ তৈরি • শিশুদের পরিচর্চায় শুধুমাত্র মায়েদের দায়িত্ব নয় - এই বিষয়ে ধারণা তৈরি	• ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) এবং সাবান-পানি (এসডিএ ধারণা) তৈরী করে দেখানো • উন্নত ল্যাট্রিন তৈরি এবং বর্জ্য নির্গমন বন্ধের প্রক্রিয়া ও ল্যাট্রিনকে বন্যা প্রতিরোধী করা • নিরাপদ পানি পান না করার ক্ষতিকর দিক/ ঝুঁকি সমূহ • পানি নিরাপদ রাখা/ ঝুঁকি কমানোর জন্য যেসব ‘সহজসাধ্য পদক্ষেপ’ নেয়া যেতে পারে (সরু গলা বিশিষ্ট পাত্র, কলসির পুরো মুখ ঢেকে রাখা, মগ না চুবানো ইত্যাদি) • মায়েদের ও শুশ্রূষাকারীদের শিশুদের পরিচর্চায় ও স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চায় সহায়তা করার জন্য উৎসাহিত করা
লোকজ এবং ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম	প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অডিয়েন্স	• নিয়মিত ও সঠিকভাবে হাত ধোয়া • ল্যাট্রিন বর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশন • উৎস থেকে পান করা পর্যন্ত পানি নিরাপদ রাখা	• স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চাকে সামাজিক আচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা • দরিদ্র জনগোষ্ঠিরাও তাদের বর্তমান ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন করতে পারে এ বিষয়ে আত্ম-উপলব্ধি • কমিউনিটির উন্নয়নের বিষয়ে সকলের ঐক্যমত্য • পারস্পরিক চাপ	• কোন পরিবারের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সকলকে সমানভাবে অরক্ষিত করে • সামাজিক চাপ ও গ্লানির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবারকে কাঙ্ক্ষিত আচরণ চর্চায় বাধ্য করা • নির্দিষ্ট পরিবারকে স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চায় সহায়তা করার জন্য উৎসাহিত করা
বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন	প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অডিয়েন্স	• পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠকের অনুরূপ	• পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠকের অনুরূপ	• পরিবারের বর্তমান চর্চার উপর আলোচনা করে এবং আগের বৈঠকে নির্ধারিত আচরণের ওপর ভিত্তি করে উন্নত চর্চা বিষয়ে একমত হওয়া

পরিশিষ্ট-১: বিহেভ কাঠামো

বিহেভ কাঠামো			
অগ্রগণ্য গোষ্ঠী যাদের সহায়তা প্রয়োজন	**অভ্যাস** যা পালন করা প্রয়োজন	**মূল বিষয়গুলো** যার ওপর আমরা মনোনিবেশ করবো	**কার্যক্রম** যার মাধ্যমে করা হবে
মায়েদের দল (যাদের পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশু আছে)	উৎস থেকে পান করা পর্যন্ত পানি নিরাপদ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা	• নিরাপদ পানি পান না করার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি (অথবা যে পানি পান করছে তার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি) • সংগ্রহ ও পরিবহনের সময় পানি দূষিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানা (এবং এ বিষয়ক ঝুঁকিসমূহ উপলব্ধি করা) • নিরাপদভাবে পানির সংরক্ষণের কৌশলগুলো জানা • নলকূপ ছাড়া অন্য উৎসের পানি ব্যবহারের ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি এবং তা মোকাবেলা করার জন্য জ্ঞান বৃদ্ধিকরা • অধিক পরিমানে ও নিরাপদভাবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন করা	**নিম্নের বিষয়গুলো সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক:** • নিরাপদ পানি বিষয়ে সচেতনতা এবং পানি নিরাপদ না রাখতে পারার কারনগুলো জানা • সংগ্রহ থেকে পান করা পর্যন্ত পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাব্য উপায় সমূহ • নিরাপদ পানি পান না করার ক্ষতিকর দিক/ ঝুঁকিসমূহ • পানি নিরাপদ রাখা/ ঝুঁকি কমানোর জন্য যেসব সহজসাধ্য পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে (সরু গলা বিশিষ্ট পাত্র, কলসির পুরো মুখ ঢেকে রাখা, মগ না চুবানো ইত্যাদি) • পুকুরের পানি না ফুটিয়ে ব্যবহারের ঝুঁকি • বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (গাটার স্থাপন/ নিম্নগামী নল/ সংরক্ষণ পাত্র, চালা/ছাদ পরিস্কার ইত্যাদি) **পোস্টার/ স্টিকার/ বিলবোর্ড** • পানি নিরাপদ রাখার পদক্ষেপের উপর বিলবোর্ড স্থাপন **বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন** • বর্তমান চর্চাসমূহ মূল্যায়ন করা • আদর্শ আচরণ চর্চার দিকে অগ্রসর হওয়ার অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করা • সহজসাধ্য পদক্ষেপ বিষয়ে ধারণা দেয়া এবং বর্তমান চর্চা থেকে উন্নতর চর্চার দিকে অগ্রসর হওয়া বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
	সূচকসমূহ • যথাযথভাবে পানি সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়		**সহায়কসমূহ (টুলস)** • 'সহজসাধ্য পদক্ষেপের' আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান চর্চাসমূহ এবং উৎস থেকে পান করা পর্যন্ত পানি নিরাপদ না রাখাতে পারার কারণগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা • বিভিন্ন পাত্র ব্যবহার করে পানি সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও পান করা বিষয়ক কার্যক্রম প্রকাশ্যে উপস্থাপন করা

বিহেভ কাঠামো

অগ্রগণ্য গোষ্ঠী	অভ্যাস	মূল বিষয়গুলো	কার্যক্রম
যাদের সহায়তা প্রয়োজন মায়েদের দল (যাদের পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশু আছে)	যা পালন করা প্রয়োজন উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা এবং বর্জ্য নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত করে না এমন উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করা নবজাতক ও শিশুদের মল ফেলার বিষয়টি নিরাপদভাবে পালন করা	যার ওপর আমরা মনোনিবেশ করবো • ল্যাট্রিনসমূহের বর্জ্যের নির্গমন ঝুঁকির উপলব্ধি • বর্জ্য নির্গমনকারী ল্যাট্রিন, মল আহারের সমকক্ষ বিষয়ে বিতৃষ্ণা বোধ তৈরি • অস্বাস্থ্যকর (বর্জ্য নির্গমনকারী) ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীদের উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারে পরিবর্তিত করতে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি • উন্নত ল্যাট্রিন তৈরি এবং অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনকে উন্নত ল্যাট্রিনে পরিবর্তিত করার দক্ষতা ও জ্ঞান (পুরুষ সদস্যদের অর্ন্তভূক্ত করে) • কমিউনিটির মধ্যে উন্নত পায়খানা ব্যবহারে সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এবং বিতৃষ্ণা বোধ প্রজ্বলিত করা • সন্তান লালন-পালন করার সংস্কৃতির অংশ হিসাবে তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে শেখান/ সাহায্য করা (লালন-পালনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমন্ত্রণ করে)	যার মাধ্যমে করা হবে **নিম্নের বিষয়গুলো সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক** • ডাইরিয়ার প্রভাব • কেন মল ক্ষতিকর • বিভিন্ন সংক্রমণের পথ/ এফ চিত্র • বর্জ্য নির্গমন বন্ধের প্রক্রিয়া ও বন্যা প্রতিরোধী • নির্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ ফলে পরিবেশে নির্গমিত বর্জ্যের প্রভাব এবং পিটের মধ্যে মল আবদ্ধ রাখার গুরুত্ব • মহিলাদের গোপনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করা • সিএলটিএস হতে এক গ্লাস পানির অনুশীলনীটি করা এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের পাশাপাশি বর্জ্য নির্গমনকারী ল্যাট্রিনের সাথে এর সম্পৃক্ততা দেখানো • শিশুদের ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করতে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তার সমাধান বিষয়ে আলোচনা করা **পোস্টার/ স্টিকার/ বিলবোর্ড** • উন্নত ল্যাট্রিন তৈরীর বিভিন্ন ব্যবস্থা **বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন** • পরিবারের সকল সদস্যের বর্তমান মলত্যাগের অভ্যাস মূল্যায়ন করা • বর্তমানে ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের মূল্যায়ন করা এবং তা উন্নত ল্যাট্রিনে পরিবর্তিত করতে আলোচনা করা পাশাপাশি ঝুঁকি কমাতে পারে এমন সহজসাধ্য পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা (পরিবার প্রধাণদের আমন্ত্রণ করে)
	সূচকসমূহ • উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপিত হয়েছে এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে • কোন ল্যাট্রিন থেকে পরিবেশে বর্জ্য নির্গত হচ্ছে না		**সহায়কসমূহ (টুলস)** • আলোচিত পূর্বের আচরণের উপর মতামত সংগ্রহের জন্য ফরম্যাট • বিভিন্ন ল্যাট্রিন ডিজাইনের ছবি সম্বলিত ফ্লিপচার্ট, তার সাথে আলোচনার জন্য প্রশ্নসমূহ এবং পিছনে প্রতিটি ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

বিহেভ কাঠামো			
অগ্রগণ্য গোষ্ঠী যাদের সহায়তা প্রয়োজন মায়েদের দল (যাদের পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশু আছে)	**অভ্যাস** যা পালন করা প্রয়োজন খাবার আগে, বাচ্চাকে খাওয়ানোর আগে, খাবার প্রস্তুত করার আগে এবং ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর প্রবাহমান পানি দিয়ে দুই হাত সঠিকভাবে ধোয়া বাড়িতে দুইটি ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ), একটি ল্যাট্রিনের পাশে ও অন্যটি রান্না/খাবার ঘরের পাশে স্থাপন করা দূষিত পানি প্রবেশ করে না এমন পুকুর থেকে হাত ধোয়ার পানি সংগ্রহ করা	**মূল বিষয়গুলো** যার ওপর আমরা মনোনিবেশ করবো • হাত না ধোয়ার ঝুঁকি সম্বন্ধে উপলব্ধি • হাত না ধোয়া পরিবারকে বিষ খাওয়ানোর সমান - এই বিষয়ে বিতৃষ্ণা বোধ তৈরি • দেখতে পরিস্কার এমন হাতেও মল বা অন্যান্য জীবানু লেগে থাকতে পারে - এই বিষয়ে ধারণা তৈরি • ল্যাট্রিন, খাবার ও রান্নার জায়গায় ঝুলন্ত টিপকল স্থাপনের মাধ্যমে হাত ধোয়ার বিষয়টি সহজ করা এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া • 'দেখতে' অপরিষ্কার হোক বা নাহোক, খাবার আগে ও মলত্যাগের পরে হাত ধোয়ার বিষয়টি সামাজিক আচার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা • যথাযথভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতির পাশাপাশি বাতাসে হাত শুকানোর বিষয়টি উপর গুরুত্ব দেয়া	**কার্যক্রম** যার মাধ্যমে করা হবে **নিম্নের বিষয়গুলো সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক** • হাত ধোয়ার উপকারিতা যেমন কম অসুস্থতা, ডাক্তারের ভিজিট, ধর্মীয় বিষয়, স্বাস্থ্যবান শিশু ইত্যাদি • হাত না ধোয়ার ঝুঁকি/ অপকারিতা, বিতৃষ্ণা বোধ তৈরি • সঠিক হাত ধোয়ার পদ্ধতির উপস্থাপন ও চর্চার পাশাপাশি সঠিকভাবে (বাতাসে) হাত শুকানোর গুরুত্ব তুলে ধরা • ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) এবং সাবান-পানি (সহজসাধ্য পদক্ষেপের ধারণা) তৈরি করে দেখানো • ঝুলন্ত টিপকলের উপকারিতা (প্রবাহমান পানি এবং কম পানি লাগে) • হাত ধোয়া ও কুলি করার জন্য পরিস্কার/নিরাপদ পানির ব্যবহার **পোস্টার/ স্টিকার/ বিলবোর্ড** • সঠিকভাবে হাত ধোয়া • হাত ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনে উৎসাহিত করা **বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন** • বর্তমান চর্চাসমূহ মূল্যায়ন করা (হাত ধোয়ার জন্য পানির উৎস সহ) • কাঙ্খিত আচরণ চর্চার অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করা এবং কিছু সহজসাধ্য পদক্ষেপ চর্চা বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার আদায় করা • হাত ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপন ও ব্যবহারের অঙ্গীকার আদায় করা
	সূচকসমূহ • পানি ও সাবানসহ সুবিধাজনক স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপন ও ব্যবহার করা • দূষিত পানি প্রবেশ করেনা এমন পুকুর থেকে হাত ধোয়ার পানি সংগ্রহ করা হয় • হাত শুকানোর অভ্যাস		**সহায়কসমূহ (টুলস)** • পরীক্ষামূলক ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) তৈরির সরঞ্জামসমূহ • ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) তৈরির কারিগরি সহায়তা • সঠিকভাবে হাত ধোয়ার ধাপগুলো প্রদর্শনের জন্য কার্ড/ প্রচারপত্র (লিফলেট)

পরিশিষ্ট-২: বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বিস্তৃত অধিবেশন নির্দেশনা

খানা পরিদর্শন অধিবেশন নির্দেশনা[৯]

বিষয়

১. নবজাতক ও শিশুর মল ফেলা/বিদ্যমান ল্যাট্রিনের উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ
২. হাত ধোয়া
৩. পানির সংগ্রহ/পরিবহণ/নিরাপদ সংরক্ষণ
৪. মাসিককালীন ব্যবস্থাপনা

খানা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

- কমিউনিটির সদস্যদেরকে তাদের নিজস্ব পরিবেশে অবলোকন করা এবং তারা উন্নত ওয়াশ অভ্যাস পালন করছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা
- যেসব খানা এই অভ্যাসগুলো পালন করছে না কিংবা আদর্শ অভ্যাস পালন করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তাদেরকে সহায়তা প্রদান
- দলীয় আলোচনার সময় যেসব উন্নত ওয়াশ অভ্যাস করতে তারা অঙ্গীকার করেছিল তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: খানা পর্যবেক্ষণ টুল

সময়: ২০ মিনিট

নিচের প্রশ্নগুলো পরিদর্শন সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি ধারণা দেয়ার জন্য

ধাপসমূহ

১. সূচনা পরিদর্শন ১: খানা-প্রধানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং নিজের পরিচয় প্রদান। তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার অনুমতি গ্রহণ। আপনি যে ওয়াশপ্লাস এর পক্ষে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছেন তার (খানা-প্রধানের স্ত্রী) কাছে ব্যাখ্যা করা এবং তিনি ওয়াশ বিষয়ে যে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তার বিষয়ে আপনি ফলো আপ করতে এসছেন এটি তাকে বুঝিয়ে বলা। খানাটিকে কেবল একটি সংখ্যা দিয়ে নির্দেশ করতে হবে এবং আপনি ও আপনার দু-একজন সহকর্মী উত্তরগুলো দেখতে পাবেন। সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আপনি অন্য কাউকে জানাবেন না। মায়েদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কী ভাবছে এটা জানা প্রয়োজন। আপনি কী জানেন তা বেশি বেশি না বলাই ভাল কারণ এতে তারা মনে করে যে, আপনি তাদের কথা শুনতে এসছেন, তাই যতটা সম্ভব বিনয়ী হন। ল্যাট্রিন স্থাপন বিষয়ে সরাসরি খানা-প্রধানের সঙ্গে কথা বলুন।

২. পরিদর্শন ২: খানা প্রধানকে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন যে, আপনি তার স্ত্রীর সঙ্গে ওয়াশ অভ্যাস নিয়ে কথা বলতে এসেছেন, যা দলীয় অধিবেশনে আলোচনা হয়েছিল এবং কমিউনিটির অন্যান্য মায়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রীও তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। আবারও মায়েদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কী ভাবছে এটা জানা প্রয়োজন। আপনি কী জানেন তা বেশি বেশি না বলাই ভাল কারণ এতে তারা মনে করে যে, আপনি তাদের কথা

[৯] Persuasion techniques in session guides adapted from: Food Security and Nutrition Network Social and Behavioral Change Task Force and CORE Group Social and Behavioral Change Working Group. 2013 DRAFT. Make Me a Change Agent: SBC Toolkit for Community Development Workers. Washington DC: Technical and Operational Support (TOPS) Program.

শুনতে এসছেন তাই যতটা সম্ভব বিনয়ী হন। তাকে বলুন যে, দলীয় অধিবেশনে কিছু ওয়াশ চর্চা বিষয়ে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, আপনি সেগুলোই ফলো-আপ করতে এসছেন। পরবর্তী দুটি পরিদর্শনেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন এবং সবসময় প্রকৃত সত্য এবং অভ্যাসের চর্চা করতে গিয়ে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তারা হচ্ছে সেই বিষয়ক আলোচনাকে গুরুত্ব দিন।

৩. তাদেরকে বলুন যে, দলীয় আলোচনা ফলো-আপ করা এবং সুনির্দিষ্ট ওয়াশ চর্চা হচ্ছে কি না তা দেখার জন্যই আপনি এখানে এসছেন। এবং যদি সেগুলো না হয়, তাহলে কীভাবে সমস্যাগুলো অতিক্রম করা যায় তা বলুন। দলীয় অধিবেশন বিষয়ক আপনার নেওয়া নোটের কথা ওই মাকে মনে করিয়ে দিন। জিজ্ঞাসা করুন দল কী কী চেষ্টা করবে বলে রাজি হয়েছিল। যদি তার মনে না থাকে তবে মনে করিয়ে দিন।

৪. প্রত্যেক অভ্যাসের চর্চা কোন স্থানে হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করুন: ল্যাট্রিন, হাত ধোয়ার জায়গা, পানি সংরক্ষণ প্রভৃতি।

৫. প্রতিটি অভ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে মুড মিটার পূরণ করুন। যদি কোনো অভ্যাসের চর্চা না হয়ে থাকে তবে জিজ্ঞাসা করুন তা কেন হচ্ছে না এবং তা করার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যাগুলো জানুন।

৬. অভ্যাসের চর্চা করতে গিয়ে তাদেরকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা নির্ণয়ে তাদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করুন, যেমন: যদি ল্যাট্রিন শিশুর জন্য বেশি বড় হয়, যদি খানামালিক কোনো পুরনো পাত্র বা বালতি ব্যবহার করেন কিংবা তাতে কিছু ছাই রেখে সেখানেই মল ত্যাগ করেন। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানকারী সেগুলো তখন ল্যাট্রিনে ফেলে দিতে পারেন। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে দেখুন তারা শিশুর মল বেলচা দিয়ে উঠিয়ে সেস্থান ধুয়ে দিতে রাজি হয় কি না। খানামালিককে কোনোভাবেই নতুন অভ্যাস চর্চার জন্য চাপ দেওয়া যাবে না, তবে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কিছুর জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

৭. সকল অভ্যাসের জন্য ধাপ ৪-৬ পুনরায় করুন।

৮. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আপনার কাছে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না। যদি না থাকে তবে সেসময়ের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিন। তাদেরকে বলুন যে, আপনি আবার কখন আসবেন এবং তারপর পরবর্তী খানামালিকের কাছে যান।

শিশুদের মল নিরাপদে ফেলবার বিষয়ে উৎসাহদান

শিশুদের মল-মূত্রে বড়দের থেকেও বেশি জীবাণু থাকে। তাই এগুলো যেন মাটিতে পড়ে থেকে বৃষ্টির সাহায্যে পানিতে কিংবা খাবারে মিশে ডায়রিয়া ছড়াতে না পারে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিংবা ওগুলোর ওপর মাছি বসে আবার সেই মাছিই মানুষের খাবারে বসলেও ডায়রিয়া হতে পারে তাই তা-ও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত। শিশুর মল নিরাপদে ফেললে তা ডায়রিয়া ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে এবং পরিবার হয়ে ওঠে সুস্বাস্থ্যকর।

বিদ্যমান ল্যাট্রিনের উন্নতি সাধন/রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎসাহদান

ল্যাট্রিনের অবস্থা যত ভাল হবে, লোকে তা বেশি করে ব্যবহার করবে এবং পরিবার ডায়রিয়া এবং অন্যান্য রোগ থেকে তত সুরক্ষিত থাকবে। ল্যাট্রিন রক্ষণাবেক্ষণ করলে তা ভবিষ্যতে অর্থ সাশ্রয় করবে। একটি অযত্নে থাকা ল্যাট্রিন ভেঙে পড়তে পারে, দুর্গন্ধ আসতে পারে, মাছিকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং তা মেরামতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হতে পারে। এর চেয়ে প্রতি সপ্তাহে ল্যাট্রিন রক্ষণাবেক্ষণ করাটাই বেশি সহজ।

হাত ধোয়ার জন্য উৎসাহদান
নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ডায়রিয়ার প্রকোপ কমাতে নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, ভাল করে হাত ধুলে তা জীবাণু ধ্বংস করে যা মানুষের মধ্যে বাসা বেধে ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারতো।

পানির সংগ্রহ/পরিবহণ/নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উৎসাহদান
শোধিত খাবার পানি ডায়রিয়া এবং অন্যান্য রোগের জীবাণুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার একটি কার্যকর পন্থা, যা পরিবারের স্বাস্থ্যও ভাল রাখে। এমনকি সংরক্ষিত পরিষ্কার পানিতেও জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে যাদি নোংরা হাত, কাপ কিংবা হাতা তা স্পর্শ করে এবং সেই পানি যদি পানের ফলে ডায়রিয়া ও অন্যান্য রোগ হতে পারে।

ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উৎসাহদান
নারীর সুস্থ, সক্রিয় এবং মর্যাদাপূর্ণ থাকার জন্য মাসিকের সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বিশেষ জরুরি। মাসিক, মল ত্যাগের মতোই কিংবা মূত্র ত্যাগের মতোই একটি শারীরবৃত্তীয় ঘটনা। কাপড় কিংবা প্যাড যথাযথভাবে পরিষ্কার, সংরক্ষণ এবং ফেলে দেওয়া মাসিক সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগ যেমন প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ, মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

খানামালিকদের বলুন আপনি পরবর্তী পরিদর্শনে কিভাবে কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে তা ফলো-আপ করবেন। যদি তারা বেশি সমস্যায় থাকে তবে আপনি তাদেরকে পুনরায় সাহায্য করতে পারেন।

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের দলীয় অধিবেশন

বিষয়: নিরাপদ স্যানিটেশন

অংশগ্রহণকারী: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা, অন্যান্য পরিচর্যাকারী, এবং নির্দিষ্ট পরিবারসমূহের যে কোনো সদস্য, প্রতি অধিবেশনে ১৫-২০ জন

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ উঠান যেখানে সবাই বসতে পারে।

সময়/ব্যাপ্তিকাল: স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে অডিয়েন্সের জন্য সুবিধাজনক কোনো সময়। অধিবেশনের ব্যাপ্তি ৬০ থেকে ৯০ মিনিট।

উদ্দেশ্য

- মল (বড়দের ও ছোটদের) সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করা।
- নিরাপদ স্যানিটেশনের সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ল্যাট্রিন উন্নত করতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- খানা পরিদর্শনের পূর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের বাড়িতে যা করবে সেই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার জন্য আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ফ্লিপচার্ট, নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের কার্ডসেট, পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে নিজের পরিচয় দিন। আমাদের সবার ছোট শিশু আছে এবং আজকে...

২. অংশগ্রহণকারীদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলুন যাতে সকলে একে অন্যের মুখ দেখতে পায়।

৩. প্রাথমিক প্রশ্ন শুরু করুন: বড়রা কোথায় মল ত্যাগ করে? ল্যাট্রিনের ময়লা পরিবেশে গিয়ে মিশলে কী হয়? ওয়াটার সিল না থাকলে কিংবা প্যান ভাঙা থাকলে কী হয়? কোনো বাচ্চা বা ছোট শিশু পায়খানা করার পরে সাধারণত কী করা হয়? শিশুর পায়খানা কিভাবে নিরাপদে নিষ্কাশন করা যায় বলে আপনি মনে করেন? এগুলো কোথায় যাওয়া উচিত বলে আপনার ধারণা?

৪. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন পরিবারের মল নিয়ে তার অনুভূতি কেমন (প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করুন, যে পুকুরের পানি তারা ব্যবহার করছে সেই পুকুরেই মল এসে মিশছে সেটা তাদের বিবেচনায় কেমন)

৫. অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন পায়খানা ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে কী হয়?

৬. স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন ছবিতে (পৃ.১৩) মা মাটিতে তার শিশুর পেছন ধুইয়ে ওখানেই রেখে যাচ্ছে কেন? এ বিষয়টি নিয়ে তারা কী ভাবে?

৭. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া এবং শিশুর বৃদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে?

৮. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন লিক সারিয়ে ওয়াটার সিল লাগিয়ে ল্যাট্রিন সারানো সমস্যাপূর্ণ কেন?

৯. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন নবজাতকদের পায়খানা পরিষ্কার করা কষ্টকর কেন?

১০. কী কী পন্থায় শিশুদেরকে সহজে ল্যাট্রিনে নিয়ে যাওয়া যায়?

১১. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কেউ এগুলো করতে আগ্রহী কি না। আলাদাভাবে তাদের মতামত নিন যা তারা দলগতভাবে চেষ্টা করতে পারে। আরও জিজ্ঞাসা করুন, তারা কতটুকু কী করলেন তা পরের অধিবেশনে জানাবে কি না।

১২. নোটটেকার নির্দিষ্ট ফরমে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গীকারগুলো নোট করে নিন।

১৩.আলোচনা এবং এর কার্যকর দিকগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন।

১৪. তাদেরকে জানান যে, আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের বাড়ি পরিদর্শনে যাবেন।

১৫. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন। পরবর্তী সভার সময় নির্ধারণ করুন।

বিষয়: উৎস থেকে ব্যবহার পর্যন্ত পানির নিরাপত্তা

অংশগ্রহণকারী: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা, অন্যান্য পরিচর্যাকারী, এবং নির্দিষ্ট পরিবারসমূহের যে কোনো সদস্য, প্রতি অধিবেশনে ১৫-২০ জন

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ উঠান যেখানে সবাই বসতে পারে।

সময়/ব্যাপ্তিকাল: অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অডিয়েন্সের জন্য সুবিধাজনক কোনো সময়। অধিবেশনের ব্যাপ্তি ৬০ থেকে ৯০ মিনিট।

উদ্দেশ্য

- পানির নিরাপদ রাখা বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করা।
- নিরাপদ পানির সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- খানা পরিদর্শনের পূর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের বাড়িতে যা করবে সেই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার জন্য আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ফ্লিপচার্ট, পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. সুবিধা প্রদানকারী হিসেবে নিজের পরিচয় দিন।

২. অংশগ্রহণকারীদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলুন যাতে সকলে একে অন্যের মুখ দেখতে পায়।

৩. প্রাথমিক প্রশ্ন শুরু করুন: প্রতিদিন যেসব কাজে পানি লাগে সেগুলোর নাম বলতে বলুন, আমরা কোথা থেকে পানি পাই? (যদি তারা কেবল টিউবওয়েলের কথা বলে তবে এক একটি কাজ ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করুন, যেমন, ঘরের কাজের জন্য, ভাত রান্নার জন্য, ল্যাট্রিনে ব্যবহারের জন্য প্রভৃতি), পানি বহন ও সংরক্ষণের জন্য তারা কী ব্যবহার করে?

৪. পানি দূষণের সম্ভাব্য উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন (অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন কমিউনিটিতে এমন ঘটে কি না)
   ক) উৎস [শিশুরা টিউব ওয়েলের প্লাটফর্মে খেলাধুলা করে, ল্যাট্রিনের পিট পুকুরের সঙ্গে যুক্ত]
   খ) কলস পরিষ্কার করা [নোংরা হাত কিংবা ন্যাকড়া ব্যবহার করা, ময়লা পানি ঠিক মত না ফেলা]
   গ) সংগ্রহ [পানির ভেতরে হাত ডোবানো]
   ঘ) পরিবহণ [ঢাকনা না দিয়ে, কিংবা ময়লা ঢাকনা দিয়ে]
   ঙ) সংরক্ষণ [ঢাকনা বিহীন, নিচু জায়গায় সংরক্ষণ]
   চ) ব্যবহার [মগ ডুবিয়ে, হাত লাগিয়ে]

৫. ফ্লিপ চার্ট দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন প্রতি ধাপে কিভাবে পানিকে নিরাপদ রাখতে হয়।

৬. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন এইসব অভ্যাসের চর্চায় প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

৭. নিরাপত্তার বিষয়গুলো চর্চার সহজতর পন্থাগুলো কী কী?

৮. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এসব অভ্যাস চর্চা করতে পারবে বলে মনে করে কি না?

৯. যারা করতে পারবে বলে মনে করে, তাদেরকে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন এবং তাদের কাছ থেকে একে একে প্রতিশ্রুতি আদায় করুন?

১০. পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গীকারগুলো নোট করে নিন।

১১. আলোচনা এবং এর কার্যকর দিকগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন।

১২. তাদেরকে জানান যে, আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের বাড়ি পরিদর্শনে যাবেন।

১৩. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন। পরবর্তী সভার সময় নির্ধারণ করুন।

বিষয়: হাত ধোয়া

অংশগ্রহণকারী: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা, অন্যান্য পরিচর্যাকারী, এবং নির্দিষ্ট পরিবারসমূহের যে কোনো সদস্য, প্রতি অধিবেশনে ১৫-২০ জন

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ উঠান যেখানে সবাই বসতে পারে।

সময়/ব্যাপ্তিকাল: অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অডিয়েন্সের জন্য সুবিধাজনক কোনো সময়। অধিবেশনের ব্যাপ্তি ৬০ থেকে ৯০ মিনিট।

উদ্দেশ্য

- হাত ধোয়া সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করা।
- হাত ধোয়ার সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- হাত ধোয়ার সহজ ব্যবস্থা তৈরিতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- খানা পরিদর্শনের পূর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের বাড়িতে যা করবে সেই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার জন্য আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ফ্লিপচার্ট, পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. সুবিধা প্রদানকারী হিসেবে নিজের পরিচয় দিন।

২. অংশগ্রহণকারীদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলুন যাতে সকলে একে অন্যের মুখ দেখতে পায়।

৩. প্রাথমিক প্রশ্ন শুরু করুন: সাধারণত আমরা কখন হাত ধুয়ে থাকি? কী দিয়ে আমরা হাত ধুই? (হাত ধোয়ার পানির উৎস শনাক্ত করার চেষ্টা করুন), আমরা হাত কোথায় ধুই?

৪. হাতের মাধ্যমে মল সংক্রমিত হবার সম্ভাব্য পথগুলো নিয়ে আলোচনা করুন (ফ্লিপ চার্টে পৃ. ১৩ দেখান এবং জিজ্ঞাসা করুন কমিউনিটিতে এমন হয় কি না)

৫. আলোচনা করুন যে, নোংরা হাতে খাবার তৈরি করা আসলে শিশু ও পরিবারকে বর্জ্য রান্না করে খাওয়ানোর মতোই, আর দেখতে পরিষ্কার হাতেও নোংরা থাকতে পারে, তাতে জীবাণু থাকে এবং হাত ধোয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো (পৃ. ১৯)

৬. হাত ধোয়ার সঠিক পন্থা দেখিয়ে দিন (পৃ. ১৭)

৭. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন যথার্থ ও নিয়মিতভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

৮. যে কোনো কঠিন সময়েও সহজে হাত ধোয়ার চর্চার পন্থাগুলো কী কী?

৯. বিভিন্ন ধরনের টিপ কল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন তারা এগুলো ল্যাট্রিন ও রান্নাঘরের পাশে লাগাতে পারবে কি না। আরও জিজ্ঞাসা করুন টিপকল বসানোর যন্ত্রপাতি সুলভ কি না।

১০. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কারা মনে করে টিপকল সুবিধাজনক। যদি তারা সকল সুবিধা উল্লেখ না করে তাহলে তাদের তালিকায় বাকিগুলো সংযোজন করুন।

১১. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের মধ্যে কেউ এই অভ্যাস চর্চা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে ইচ্ছুক কি না।

১২. অংশগ্রহণকারীদেরকে দাঁড়াতে অনুরোধ করুন এবং যে অঙ্গীকার তারা করছে তা তাদেরকে বলতে বলুন।

১৩. তাদেরকে সহজসাধ্য অঙ্গীকার করতে দিন যেমন, হাত ধোয়ার জন্য নির্দিষ্ট সাবান রাখা, ল্যাট্রিনের পাশে টিপ কল স্থাপন করা প্রভৃতি

১৪. পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গীকারগুলো নোট করে নিন।

১৫. আলোচনা এবং এর কার্যকর দিকগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন।

১৬. তাদেরকে জানান যে, আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের বাড়ি পরিদর্শনে যাবেন।

১৭. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন। পরবর্তী সভার সময় নির্ধারণ করুন।

বিষয়: ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (এমএইচএম)

অংশগ্রহণকারী: পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা, অন্যান্য পরিচর্যাকারী, এবং নির্দিষ্ট পরিবারসমূহের যে কোনো নারী অংশগ্রহণকারী, প্রতি অধিবেশনে ১৫-২০ জন

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ উঠান যেখানে সবাই বসতে পারে।

সময়/ব্যাপ্তিকাল: অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অডিয়েন্সের জন্য সুবিধাজনক কোনো সময়। অধিবেশনের ব্যাপ্তি ৬০ থেকে ৯০ মিনিট।

উদ্দেশ্য

- মাসিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করা।
- এমএইচএম সংশ্লিষ্ট কাম্য অভ্যাস চর্চার সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- খানা পরিদর্শনের পূর্বে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের বাড়িতে যা করবে সেই বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হবার জন্য আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: এমএইচএম ফ্লাশ কার্ডস, পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. সুবিধা প্রদানকারী হিসেবে নিজের পরিচয় দিন।

২. অংশগ্রহণকারীদের অর্ধবৃত্তাকারে বসতে বলুন যাতে সকলে একে অন্যের মুখ দেখতে পায়।

৩. প্রাথমিক প্রশ্ন শুরু করুন: কিভাবে এবং কোথায় তারা মাসিকের কাপড় ধোয়? কোথায় তারা সেগুলো শুকায় এবং সংরক্ষণ করে? কোথায় তারা কাপড়/প্যাড ফেলে?

৪. এমএইচএম ফ্ল্যাশ কার্ড ব্যবহার করে মাসিক ব্যবস্থাপনায় কী করা যায় আর কী করা যায় না সেই বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন এই অভ্যাসের চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

৬. সহজে এই অভ্যাস চর্চার পন্থাগুলো কী কী ?

৭. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের দলে এমন কেউ আছে কি না যে মনে করে কাপড়গুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে পারবে।

৮. যারা এমনটি মনে করে অর্থাৎ এই অভ্যাসের চর্চা তারা করতে পারবে, তাদেরকে অঙ্গীকার করতে বলুন। পর্যবেক্ষণের সহায়কসমূহ ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গীকারগুলো নোট করে নিন।

৯. আলোচনা এবং এর কার্যকর দিকগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরি করুন।

১০. তাদেরকে জানান যে, আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা দুই থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে তাদের বাড়ি পরিদর্শনে যাবেন।

১১. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন। পরবর্তী সভার সময় নির্ধারণ করুন।

চায়ের দোকানে অধিবেশন

বিষয়: উন্নত ল্যাট্রিন

অংশগ্রহণকারী: নির্দিষ্ট চায়ের দোকানসমূহের গ্রাহকগণ

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ কমিউনিটির অপেক্ষাকৃত বড় চায়ের দোকান। কমিউনিটিতে সকলের মিলিত হবার স্থান হিসেব সুপরিচিত কোনো প্রশস্ত চায়ের দোকান নির্বাচনের চেষ্টা করুন।

সময়: ৩০-৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য

- উন্নত ল্যাট্রিন সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করা।
- উন্নত ল্যাট্রিনের সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ল্যাট্রিনের পরিবর্তে উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন করতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিনের ফ্লিপচার্ট, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. নিজের পরিচয় দিন এবং ওয়াশপ্লাস প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

২. অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী ৩০-৪৫ মিনিট চায়ের দোকানে অবস্থান করতে বলুন এবং আপনি যে নিরাপদ স্যানিটেশন সম্পর্কে আলোচনা করবেন সেই বিষয়ে সংক্ষেপে বলুন।

৩. এই প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করুন: বড়রা কোথায় মল ত্যাগ করে? পিটে ফুটো থাকলে মল কোথায় যায়? মল পরিবেশে গিয়ে মিশলে কী হয়? পিটের ফুটো সারানো কিংবা পুরনো প্যান বদলে ওয়াটার সিলসহ নতুন প্যান বসানো কষ্টকর কেন?

৪. ফ্লিপ চার্টের ছবি দেখিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন দেখান এবং এগুলোর সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন।

৫. ব্যাখ্যা করুন কিভাবে তারা তাদের বিদ্যমান ল্যাট্রিনকেই উন্নত করতে পারে এবং বিদ্যমান ল্যাট্রিন বিষয়ে পূর্বে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধান দিন।

৬. তাদেরকে সরবরাহকারী/রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন (একটি কংক্রিট স্ল্যাব পরিবর্তন করতে কিংবা একটি ওয়াটার সিল স্থাপন করতে আনুমানিক কী পরিমাণ খরচ হতে পারে তা হিসাব করে দেখাতে পারলে ভাল হয়, তাহলে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পারিশ্রমিক বিষয়ে ধারণা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা সম্ভাব্য খরচের একটি হিসাব পেতে পারে)।

৭. অংশগ্রহণকারীদেরকে বলতে দিন যে তারা বিদ্যমান ল্যাট্রিন মেরামত করবে অথবা উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন করবে।

৮. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন।

নোট: অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক করে তোলার চেষ্টা করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মডেলের ল্যাট্রিন নিয়ে আলোচনা করতে দিন। তারা কোনটিকে গ্রহণযোগ্য ভাবছে, কোনটিতে কম জায়গা প্রয়োজন হয়, ওপরের কাঠামো নির্মাণে কী ধরনের বিকল্প উপকরণ তারা ব্যবহার করতে পারে, কিভাবে তারা ওয়াটার সিল এবং কংক্রিট স্ল্যাব স্থাপন করবে প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপের সুযোগ করে দিন।

বিষয়: হাত ধোয়া

স্থান: আলো-বাতাসপূর্ণ কমিউনিটির অপেক্ষাকৃত বড় চায়ের দোকান। কমিউনিটিতে সকলের মিলিত হবার স্থান হিসেব সুপরিচিত কোনো প্রশস্ত চায়ের দোকান নির্বাচনের চেষ্টা করুন।

সময়: ৩০-৪৫ মিনিট

উদ্দেশ্য

- হাত ধোয়ার অভ্যাস সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করতে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করা।
- হাত ধোয়ার অভ্যাসের সুবিধা বিষয়ে তাদের কথোপকথনকে নির্দেশনা প্রদান এবং সেই সুবিধা না পাওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতা কী তা দেখা
- সুবিধাজনক স্থানে টিপকল স্থাপন করতে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টিপকল তৈরির কাজের সহায়তা, ছবিযুক্ত স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চা বিষয়ক ফ্লিপচার্ট, কাগজ, কলম

ধাপসমূহ

১. নিজের পরিচয় দিন এবং ওয়াশপ্লাস প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

২. অংশগ্রহণকারীদের পরবর্তী ৩০-৪৫ মিনিট চা স্টলে অবস্থান করতে বলুন এবং আপনি যে হাত ধোয়ার অভ্যাস এবং হাত ধোয়ার যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করবেন সেই বিষয়ে সংক্ষেপে বলুন।

৩. এই প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করুন: হাত ধোয়ার বিশেষ সময়গুলো কী কী? হাত ধুতে আমরা কী ব্যবহার করি? বিশেষ সময়ে হাত না ধোয়ার পরিণতি কী? নিয়মিতভাবে এবং যথার্থ উপায়ে হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? বহমান পানির ব্যবস্থা না থাকা কি হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা?

৪. ফ্লিপ চার্ট (পৃ.১৩) দেখিয়ে তাদেরকে হাত ধোয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৫. দেখিয়ে দিন কিভাবে নিয়মিত ও যথার্থ পন্থায় হাত ধোয়া যায় (ফ্লিপ চার্ট পৃ. ১৭ ও ১৯)

৬. টিপকল তৈরি দেখিয়ে দিন এবং বিশেষ সময়ে হাত ধোয়ার ঝামেলা এটি কিভাবে কমিয়ে দেবে তা আলোচনা করুন (এক্ষেত্রে আদর্শ পন্থা হলো সুবিধা প্রদানকারীরা বিভিন্ন মডেলের টিপকল বহন করে আনবে এবং সকলের সামনে প্রদর্শন করবে। এতে করে অংশগ্রহণকারীরা কোনটি তাদের জন্য বেশি উপযোগী তা পছন্দ করতে পারবে।)

৭. অংশগ্রহণকারীদেরকে বলতে দিন যে তারা তাদের বাড়িতে টিপকল স্থাপন করবে।

৮. সময় দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন।

নোট: অধিবেশনটি অংশগ্রহণমূলক করে তোলার চেষ্টা করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মডেলের টিপকল নিয়ে আলোচনা করতে দিন। তারা কোনটিকে রান্নাঘরের জন্য এবং কোনটিকে ল্যাট্রিনের পাশের জন্য গ্রহণযোগ্য ভাবছে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপের সুযোগ করে দিন। টিপকল তৈরির সময় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধাপে আপনাকে সাহায্য করতে দিন এবং চূড়ান্তভাবে, চায়ের দোকানের মালিককে (সম্ভব হলে) অনুরোধ করুন তার স্টলে একটি টিপকল স্থাপন করতে।

গণ প্রচারণা/ লোকজ প্রচার মাধ্যম

মূলত এই কাজের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের সঙ্গে মুক্ত আলোচনা, দলে দলে বিভক্ত হয়ে কমিউনিটি পরিদর্শন এবং স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ। পিএনজিও-সমূহের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট এবং বিষয়বস্তুর আলোকে নাটক মঞ্চায়ন, লোকগান, জনসাধারণের সামনে হাত ধোয়ার প্রদর্শনী, রিক্স মাইকিং, র‍্যালি এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এই প্রচারণার অংশ হতে পারে।

কার্যক্রম/অনুষ্ঠান-এর বিষয়: হাত ধোয়া, খোলা স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা প্রভৃতি

কার্যক্রম/অনুষ্ঠান-এর উদ্দেশ্য: সাধারণভাবে এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো কমিউনিটির জনসাধারণের মাঝে কাম্য অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং দলীয় অধিবেশন ও

চায়ের দোকানের অধিবেশনের বার্তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। এরইসঙ্গে, এই প্রচারণার মধ্য দিয়ে এলাকার মধ্যে যারা অভ্যাসগুলোর চর্চা করছে না তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর ও চাপ প্রয়োগ করা।

অভীষ্ট অডিয়েন্স: নির্দিষ্ট কমিউনিটির মোট জনসংখ্যা বিশেষ করে যেসব খানা-মালিক এই অভ্যাসের চর্চা করছে না তারা।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গ: সিডিএফ সদস্যবৃন্দ, ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবকগণ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও আরও যারা ভূমিকা রাখে (যেমন, নাটকে অভিনয় করবে এমন শিক্ষার্থী, লোকদল প্রভৃতি)

ফরম্যাট: (যেমন, নাটক, প্রদর্শনী)

সময়: অন্তত আধাবেলা কেবল এই কাজের জন্য বরাদ্দ রাখা, চূড়ান্ত সময়সূচি উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতি কিংবা বাজেটের কারণে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে।

স্থান: মূল অনুষ্ঠান জনসমাগম হয় এমন কোনো খোলা স্থানে হওয়া উচিত, যেমন: বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ (ছুটির দিনে) অথবা খেলার মাঠ। প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে প্রচারণা অনুষ্ঠান আয়োজন করা ভাল এবং কখনই দুয়ের বেশি ওয়ার্ড একই প্রচারণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। আয়োজনের স্থানে যাতে সহজে যাওয়া-আসা করা যায় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে, সম্ভব হলে তা যেন ওয়ার্ডের কেন্দ্রস্থলে হয়।

উপকরণ: ব্যানার, পোস্টার, প্রতিবেদনের সহায়কসমূহ, ভাড়া করা বক্তৃতা মঞ্চ, বসার ব্যবস্থা, চাদোয়া, সাউন্ড সিস্টেম এবং কর্মকাণ্ড অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ।

ধাপসমূহ

- প্রচারণা চালানোর দিন সম্পর্কে কমিউনিটিকে অবহিত করা এবং অনুষ্ঠানের সময়ের আগেই সব ব্যবস্থা নিতে হবে (মায়েদের সব দলকে জানাতে হবে, চায়ের দোকানের অধিবেশনে বলতে হবে এবং সিএফডি সদস্যদের সাহায্যে প্রচার চালাতে হবে)।
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, ওয়াটসান কমিটি, স্থানীয় প্রভাবশালী এবং এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে একটি সাধারণ আলোচনা অধিবেশন আয়োজন করা যেতে পারে। এতে ওয়ার্ডের ওয়াশ পরিস্থিতি (যেমন, খোলা স্থানে মল ত্যাগ পরিস্থিতি, সিএপি পরিস্থিতি এবং সাফল্য) নিয়ে আলোচনা হতে পারে এবং এই আলোচনায় অতিথিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের প্লাটফর্ম প্রদান করতে হবে।
- অডিয়েন্সকে ছোট দলে ভাগ করে নেওয়া (দলের সংখ্যা ওয়ার্ডের আকার, খানা সংখ্যা ও অংশগ্রহণকারীদের ওপর নির্ভর করবে এবং তা অনুষ্ঠানের পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে)।
- ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি দল ওয়ার্ডটির অংশ হিসেবে বিভিন্ন খানা পরিদর্শন করবে এবং সেখানে তারা সুনির্দিষ্ট অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করবে (যেমন: ল্যাট্রিনের পরিস্থিতি, পানি সংরক্ষণ পরিস্থিতি)। এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রতি দলে অন্তত একজন ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক অথবা ইউনিয়ন সুবিধা প্রদানকারী থাকে। উল্লেখ করতে হবে যে, এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য খানামালিকদের আদর্শ অভ্যাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলা।
- রিক্সা মাইকিং অথবা র‍্যালি করার সুযোগ থাকলে দলগুলো যেসময়ে মাঠে নামবে তখনই সেই

সুযোগ ব্যবহার করতে হবে।

- নাটক কিংবা লোকগান আয়োজনের সুযোগ থাকলে তা প্রাথমিক আলোচনার সঙ্গে একইসময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- প্রতিটি দল লক্ষ্য-খানাসমূহ পরিদর্শন করে তাদেরকে কাম্য অভ্যাসের চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে। এই উদ্যোগ একদিকে কমিউনিটির মনোযোগ আকর্ষণ করবে অপরদিকে যারা কাম্য অভ্যাসের চর্চা করছে না তাদের ওপর চাপ তৈরি করবে। দলগুলো খানামালিকদের সঙ্গে এইসব অভ্যাসের চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে চর্চায় উৎসাহিত করবে।
- স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং ইউনিয়ন সুবিধা প্রদানকারীরা পরিস্থিতি নথিবদ্ধ করবে এবং একইসঙ্গে কোনো খানামালিক যদি কোনো বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তবে তার রেকর্ড রাখবে।
- দলগুলো তাদের নির্ধারিত সকল খানা পরিদর্শন শেষ করলে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাপ্ত ফল ও অঙ্গীকারসমূহের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করবে। সংশ্লিষ্ট সিডিএফ সদস্য এসব তথ্য ফলো-আপের জন্য নোট করে নেবে।
- স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে।

ওয়াটসান কমিটির সভা

এটি ওয়াটসান কমিটির সভা সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতির পথনির্দেশ প্রদান করবে এবং প্রথম সভা আয়োজনে সহায়তা করবে।

অংশগ্রহণকারী: কমিটির সদস্যবৃন্দ

সভার বিষয়: কমিউনিটিতে ওয়াশ পরিস্থিতি

সভার উদ্দেশ্য: সিএসএ-র ফল আলোচনা এবং ওয়াটসান কমিটির সদস্যদের সহায়তা প্রদান, যাতে করে তারা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে কমিউনিটির সদস্যদের ওয়াশ বিষয়ে সক্রিয় রাখতে পারে।

সময়: ৬০ মিনিট

স্থান: কমিউনিটির যে কোনো জনসমাগমের জায়গা।

সভার ফ্যাসিলিটেটর: সভাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।

উপকরণ: ফ্লিপ চার্ট, কলম, কমিউনিটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তথা সিএসএ-এর ফল।

ধাপসমূহ

- ভূমিকার মধ্য দিয়ে সভা শুরু করা এবং ওয়াটসান কমিটির কর্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করা।
- সিএসএ-এর ফল মূল্যায়ন করা। অংশগ্রহণমূলক উপায় ব্যবহার করে কমিটি কী ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- কর্মকাণ্ড বিষয়ক আলোচনা করা এবং একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা (নিচের নমুনা

টেম্পলেট দেখুন)।

- নিয়মিতভাবে মিলিত হওয়া এবং কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা।

কর্মপরিকল্পনা তৈরির টেমপ্লেট বা ছক[১০] (C-Change 2011 and International HIV/AIDS Alliance 2008- থেকে অনুপ্রাণিত)

উদ্দেশ্য:				
অডিয়েন্স	**পদক্ষেপ/ কার্যক্রম**	**অভ্যন্তরীণ সম্পদ**	বাহ্যিক সম্পদ	**সময়সীমা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত**
আপনাদের কাদের কাছে পৌঁছাতে হবে?	পরিবর্তন আনার জন্য আমরা কি করতে পারি?	নিজেকে সাহায্য করার জন্য আমার কাছে ইতিমধ্যে কি আছে?	কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের কি (দক্ষতা, উপকরণ) প্রয়োজন?	আমি কখন শুরু করব? ফোকাল পয়েন্ট কে?

[১০] C Change. 2011. Social and Behavior Change Communication (SBCC)—Capacity Assessment Tool for Organizations. Facilitator's Guide. Washington, DC: C Change/AED. International HIV/AIDS Alliance. 2008. Network Capacity Analysis: A Toolkit for Assessing and Building Capacities for High Quality Responses to HIV. Brighton UK: The Alliance. www.aidsalliance.org/publicationsdetails. aspx?id=278

পরিশিষ্ট-৩: উপকরণ বিতরণ ও (চিত্র ব্যবহার করে) মনিটরিং ছক

পার্টনারের নাম, এলাকা ও অঞ্চল:_____

নাম ও পদবী:_____তারিখ:_____

কোড	উপকরণের নাম	ধরন	ভাষা	গ্রহণের সংখ্যা	গ্রহণের তারিখ	অবশিষ্ট উপকরণের সংখ্যা	কর্ম-এলাকায় উপকরণের অবস্থান	যার দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে
মন্তব্য:								
মন্তব্য:								

প্রতিবেদনের ছক

তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনের তৈরি করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা নিম্নোক্ত ছক ব্যবহার করবে

মুড মিটার (চিত্র ব্যবহার করে)

খানার ক্রমিক নং	নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা					হাত ধোয়া				পানি নিরাপদ রাখা			ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	
	দলীয় আলোচনার সময় কৃত অঙ্গীকার	১ম পরিদর্শন	২য় পরিদর্শন	৩য় পরিদর্শন	৪র্থ পরিদর্শন	দলীয় আলোচনার সময় করা অঙ্গীকার	১ম পরিদর্শন	২য় পরিদর্শন	৩য় পরিদর্শন	দলীয় আলোচনার সময় করা অঙ্গীকার	১ম পরিদর্শন	২য় পরিদর্শন	দলীয় আলোচনার সময় করা অঙ্গীকার	১ম পরিদর্শন
০০১	শিশুদের মল ল্যাট্রিনে ফেলব, পিটের ফাটল বা ছিদ্র মেরামত করব													
০০২	পাটাতন উঁচু করব, শিশুদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে শেখাব													
০০৩	একটি অফসেট পিট ল্যাট্রিন স্থাপন করব													

সংকেত পদ্ধতি

= আচরণ মই এর প্রথম ধাপ, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ চর্চা করে

নিরাপদ স্যানিটেশনঃ খোলা স্থানে মলত্যাগ করে শিশুরা যত্রতত্র মলত্যাগ করে, পরিত্যক্ত/ জরাজীর্ণ ল্যাট্রিন, ভাঙ্গা স্লাব, গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করে।

হাত ধোয়াঃ হাত ধোয়ার অভ্যাস নাই।

নিরাপদ পানিঃ পানির পাত্রে ঢাকনা নাই, অপরিষ্কার পানির পাত্র, পুকুরের পানি কোন পরিশোধন ছাড়া পান করে।

ঋতুকালিন পরিচর্যাঃ ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করে না, কাপড় শুধু শুকিয়ে ব্যবহার করা, অপরিষ্কার পানিতে কাপড় ধোয়।

= আচরণ মই এর মধ্যবর্তী ধাপ, মোটামুটি ভাবে উন্নত আচরণ অভ্যাস করে

নিরাপদ স্যানিটেশনঃ শিশুরা খোলা স্থানে মল ত্যাগ করলেও তা দ্রুত ল্যাট্রিনে ফেলা হয়, একটি কার্যকরী ল্যাট্রিন আছে তবে স্লাজ ছিদ্রপথে বাইরে বের হয়/ চুঁইয়ে পরে, ওয়াটার সিল নাই।

হাত ধোয়াঃ শুধু পানিতে ডুবিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস।

নিরাপদ পানিঃ পানির পাত্র ঢাকে কিন্তু মগ ঢুকিয়ে পানি নেয়, পানির পাত্র মেঝেতে রাখে, পাত্রের মুখের চেয়ে ছোট ঢাকনা ব্যবহার করে।

ঋতুকালিন পরিচর্যাঃ ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করে কিন্তু রোদে শুকায় না।

= আচরণ মই এর চূড়ান্ত ধাপ, কাঙ্ক্ষিত আচরণ চর্চা করে

নিরাপদ স্যানিটেশনঃ শিশুরা পটিতে মল ত্যাগ করে এবং তা ল্যাট্রিনে ফেলা হয় বা সরাসরি ল্যাট্রিনে মল ত্যাগ করে, ল্যাট্রিন থেকে স্লাজ বাইরে বের হয়না, ওয়াটার সিল আছে, পরিবারের সকলের (শিশু, মহিলা, ড্যাপ যদি থাকে) সহজে ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ আছে।

হাত ধোয়াঃ সাবান বা ছাই দিয়ে পানি ঢেলে হাত ধোয়।

নিরাপদ পানিঃ পানির পাত্র ঢাকে এবং পাত্র কাত করে পানি নেয়, পানির পাত্র উঁচু স্থানে রাখে, পাত্রের মুখের চেয়ে বড় ঢাকনা ব্যবহার করে যাতে পুরো মুখ ঢেকে থাকে।

ঋতুকালিন পরিচর্যাঃ ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করে এবং রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে।

পরিশিষ্ট-৪: দলীয় আলোচনার মনিটরিং টুল

আলোচনা সহায়ককারীর নাম:_____

আলোচনা লিপিবদ্ধকারীর নাম:_____

আজকের তারিখ: _____ শুরুর সময়: _____ শেষ করার সময়: _____

দলীয় আলোচনা: ১ম_____ ২য়_____ ৩য়_____ ৪র্থ_____

দলে লোক সংখ্যা: _____

ইউনিয়ন: _____ দলের ধরণ (যেমন পুরুষদের নিয়ে চায়ের দোকানে আলোচনা, পাঁচ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে বৈঠক)

১. কোথায় বৈঠকটি হচ্ছে? (শুধুমাত্র একটিতে টিক চিহ্ন দিন)

ক) এনজিও বা সিবিও -এর কার্যালয়ে
খ) কমিউনিটির একত্রিত হবার জায়গায়
গ) বিদ্যালয় কক্ষে
ঘ) বাড়ির উঠানে
ঙ) শুধুমাত্র স্থানীয় সরকারের অধীন কোন স্থানে/মঞ্চে
চ) অন্যান্য _____

অংশগ্রহণকারী	নাম অথবা খানার নম্বর
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	
১১.	
১২.	
১৩.	
১৪.	
১৫.	
১৬.	
১৭.	
১৮.	
১৯.	
২০.	
২১.	
২২.	
২৩.	
২৪.	
২৫.	

২. পূর্ববর্তী বৈঠকে ঠিক করা কর্মকান্ডের পর্যালোচনা (পূর্ববর্তী মনিটরিং টুল পর্যালোচনা)। কাজগুলো কি সম্পাদন করা হয়েছে? এটি কেমন ছিল? কেন অথবা কেন নয়? (ব্যক্তি বিশেষের সমস্যায় দল কিভাবে পরামর্শ/ সহায়তা দিতে পারে?)

কত জন অংশগ্রহনকারী চর্চা করতে চেষ্টা করেছে? _____ / _____ (মোট সংখ্যা লিখুন)
কোন অসুবিধা ছিল কি? (উত্তর হ্যাঁ হলে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ছিল?)

_____

_____

চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এবং চর্চা চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে পরামর্শগুলি কি কি? (ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা সমাধানের উপায় বলার জন্য দলের অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহিত করুন)

_____

_____

৩. যে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে (গোল করুন)

- খাবার আগে, এবং ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর হাত ধোয়া
- নিরাপদ স্যানিটেশন
- পানি নিরাপদ রাখা
- ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

৪. এই আচরণ / অভ্যাস চর্চায় সমস্যাগুলো বর্ণনা করুন: (তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের ধারণা বিষয়ে প্রতিটি ব্যাক্তির সাথে কথা বলা। ইঙ্গিতসমূহ: খরচ, সময় ব্যয়, প্রয়োজন বোধ না করা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রভাব, স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান না থাকা ইত্যাদি)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৫. এই আচরণ/অভ্যাসসমূহ চর্চার জন্য যে সমাধানগুলো দলের মধ্যে আলোচনা হয়েছে তা বর্ণনা করুন (সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যেসব বিষয় চর্চা করতে দল সম্মত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করুন)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

৬. বৈঠকে আলোচিত (ব্যক্তি বা দলের) কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করুন (যেমন, দলের সদস্যরা বাড়িতে কোন কোন বিষয়গুলো চেষ্টা করতে অঙ্গীকার করেছে, উপরোক্ত সিরিয়াল নম্বর উল্লেখ করে ব্যক্তি বিশেষের কর্মকান্ডগুলো লিপিবদ্ধ করুন):

অংশগ্রহণকারী	নাম অথবা খানার নম্বর
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	
৯.	
১০.	
১১.	
১২.	
১৩.	
১৪.	
১৫.	
১৬.	
১৭.	
১৮.	
১৯.	
২০.	
২১.	
২২.	
২৩.	
২৪.	
২৫.	

৭. বৈঠকে ব্যবহৃত সহায়ক বা টুলসমূহ (যেমন ফ্লিপচার্ট, পোস্টার, আলোচনা সহায়িকা ইত্যাদি) ফ্লিপচার্ট এবং ঝুলন্ত টিপকল (টিপি ট্যাপ) তৈরীর কারিগরী সহায়তা

৮. পরের বৈঠকের সময় ও স্থান:

৯. সহায়ককারীর জন্য পর্যালোচনা (বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরও তথ্য জানা, কি ধরণের সেবা সহজলভ্য ইত্যাদি)

নোট

ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
বাড়ি ৯৭/বি, রোড ২৫, ব্লক এ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০ ২ ৮৮১৫৭৫৭, ৮৮১৮৫২১; ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৮৮২৫৭৭
ইমেল: WaterAidBangladesh@WaterAid.org